# বৈরাগ্য শতক।

প্রত্যেক সংস্কৃত পদের বাঙ্গালা অর্থ সহিত।

---

শ্রীবাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

---

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুরের ১৩ সংখ্যক
ভবনে মুদ্রিত।

শক ১৭৭৭।

## বিজ্ঞাপন।
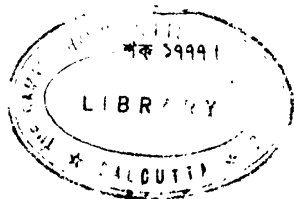
এই বৈরাগ্য শতক গ্রন্থ ভর্তৃহরি প্রণীত, ইহা নানা প্রকার সদুপদেশ ও সাধুভাবে পরিপূরিত। পাঠকগণের অনিত্য বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইয়া নিত্য সত্য ঈশ্বরেতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি জন্মে এই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থ রচনা করেন, সুতরাং ইহার মধ্যে তদুপযোগী বৈরাগ্যোৎপাদক ভাব সকল বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মধ্যে পরমেশ্বর-তত্ত্ববিষয়ক যে সকল মহৎ মহৎ ভাব একত্রিত আছে তাহা অন্য কোন গ্রন্থ মধ্যে একত্র প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। অস্মদ্দেশীয় যে সমস্ত সাধু ব্যক্তি, মহাত্মাগণের মানসোদিত মহদ্ভাব আশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমামৃত রস পান করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ যাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষার পরিচয়াভাবে এপ্রকার জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ সকলের মর্ম্মাবধারণে অধিকার নাই, বোধ করি, তাঁহাদিগের আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ উপকারী হইতে পারে। এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার মল্লিক রায় মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় টীকার সহিত অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া এবং ব্যয় বিষয়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া ইহা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা সমুদয়ের মধ্যে যে সকল ভাব সন্নিবিষ্ট আছে, তাহার সমুদয় অংশ আলোচনা করিয়াই যে সকলে সুখী হইবেন এবং ইহার সকল উপদেশই

যে গ্রাহ্য হইবে, আমার এপ্রকার অভিপ্রায় নহে। তবে ইহার যে সমস্ত ভাব আলোচনা করিলে জগদীশ্বরে মতি ও রতি হইতে পারে এবং যে যে উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মে আস্থা জন্মে সদ্বিদ্যাশালী সুধীগণ যে তাহা কখনই পরিত্যাগ করিবেন না ইহাতে আমার সন্দেহ নাই।

বিষয়ী দিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত কবিতার প্রত্যেক বাক্যের অর্থ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, এই নিমিত্ত আমি এই গ্রন্থের কবিতা সকলের বাঙ্গালা টীকা প্রস্তুত করিলাম। সর্ব্বসাধারণের বোধ-সুলভ করিবার নিমিত্ত আমি এই গ্রন্থের অর্থ পরিষ্কার ও তাহার ভাবোদ্ধার করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলা যায় না।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এতন্নগরস্থ সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু যত্ন ও পরিশ্রমস্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রী বাণেশ্বর শর্ম্মা।

কলিকাতা।<br>
১৫ ফাল্গুন। ১৭৭৭ শক।

# বৈরাগ্য শতক।

---

চূড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তস্ফূর্জ্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভাবমুচ্চাটয়ন্
চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ। ১॥

'চূড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরঃ' মস্তকে অলঙ্কৃত মনোহর চন্দ্রকলারূপ লোলায়মান শিখা দ্বারা দীপ্যমান 'লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ' অবলীলাক্রমে কামরূপ চঞ্চল পতঙ্গের দাহকারী 'শ্রেয়োদশাগ্রে' পুণ্যস্বরূপ বর্ত্তিকার অগ্রভাগে 'স্ফুরন্' প্রকাশমান 'অন্তঃস্ফূর্জ্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভাবম্' অভ্যন্তর স্থিত অপার মোহান্ধকারের উৎকর্ষ 'উচ্চাটয়ন্' বিনাশ করত 'চেতঃসদ্মনি' চিত্তরূপ গৃহে 'যোগিনাম্' যোগীদিগের 'বিজয়তে' জয়যুক্ত হউন 'জ্ঞানপ্রদীপঃ' জ্ঞানময় প্রদীপ স্বরূপ 'হরঃ' মহেশ্বর। ১॥

মস্তকেতে অলঙ্কৃত মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র স্বরূপ লোলায়মান শিখা দ্বারা দীপ্যমান, অবলীলাক্রমে কামরূপ পতঙ্গের দাহকারী, এবং পুণ্য স্বরূপ বর্ত্তিকার অগ্রভাগে স্ফূর্ত্তিমান্, জ্ঞানময় দীপ স্বরূপ মহেশ্বর, অন্তর্গত অসীম মোহান্ধকার রাশি বিনাশ করত, যোগীদিগের মনোমন্দিরে বিরাজ করুন। ১॥

বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্। ২ ॥

'বোদ্ধারঃ' বুদ্ধিমান্ সকল 'মৎসরগ্রস্তাঃ' মাৎসর্য্যে পূর্ণ 'প্রভবঃ' প্রভুসকল 'স্ময়দূষিতাঃ' গর্ব্বদ্বারা দূষিত 'অবোধোপহতাঃ' অজ্ঞানে অভিভূত 'চ' এবং 'অন্যে' এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা 'জীর্ণম্' ক্ষীণ হইয়াছে 'অঙ্গে' অঙ্গরাজ্যে 'সুভাষিতম্' সৎকথা। ২ ॥

বুদ্ধিমান্ লোকেরা মাৎসর্য্যশালী, প্রভুসকল সাহঙ্কৃত, অন্যেরা অজ্ঞানে অভিভূত; অতএব অঙ্গরাজ্যে সৎকথা-লাপ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ২॥

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলম্
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়াঃ
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্। ৩॥

'ন' না 'সংসারোৎপন্নম্' সংসারে উৎপন্ন 'চরিতম্' কর্ম্ম 'অনুপশ্যামি' দেখিতেছি 'কুশলম্' মঙ্গলদায়ক 'বিপাকঃ' পরিণাম 'পুণ্যানাং' পুণ্যকর্ম্মসমূহের 'জনয়তি' জন্মিতেছে 'ভয়ং' ভয় 'মে' আমার 'বিমৃশতঃ' বিবেচনা করিতেছি 'মহদ্ভিঃ' মহৎ 'পুণ্যৌঘৈঃ' পুণ্যকর্ম্মসমূহ দ্বারা 'চিরম্' চিরকালে 'অপি' ও 'গৃহীতাঃ' লব্ধ 'চ' এবং 'বিষয়াঃ' বিষয় সকল 'মহান্তঃ' মহৎ 'জায়ন্তে' জন্মিতেছে 'ব্যসনম্' বিপৎ 'ইব' ই 'দাতুং' দিবার নিমিত্ত 'বিষয়িণাম্' সংসারী ব্যক্তিদিগের। ৩ ॥

সংসারের কোন কার্য্যে মঙ্গল দৃষ্ট হয় না; আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম পুণ্য কর্ম্মের পরিণাম আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, যেহেতু মহাপুণ্যপুঞ্জ দ্বারা বহুকালে উপার্জিত বিষয় সকল সংসারী দিগকে কেবল দুঃখ প্রদানই করিতেছে। ৩ ॥

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি। ৪॥

'ভ্রান্তং' ভ্রমণ করিয়াছি 'দেশম্' দেশ 'অনেকদুর্গবিষমং' অনেক দুর্গদ্বারা দুর্গম 'প্রাপ্তং' পাইয়াছি 'ন' না 'কিঞ্চিৎ' কিছুই 'ফলং' ফল 'ত্যক্ত্বা' ত্যাগ করিয়া 'জাতিকুলাভিমানম্' জাতি ও কুলের অভিমান 'উচিতং' উপযুক্ত 'সেবা' উপাসনা 'কৃতা' করিয়াছি 'নিষ্ফলা' বিফল 'ভুক্তং' ভোজন করিয়াছি 'মানবিবর্জ্জিতং' মান শূন্য 'পরগৃহেষু' অন্যের গৃহে 'আশঙ্কয়া' শঙ্কা পূর্ব্বক 'কাকবৎ' কাকতুল্য 'তৃষ্ণে' হে তৃষ্ণা 'জৃম্ভসি' বাড়িতেছ 'পাপকর্ম্মপিশুনে' পাপজনক কর্ম্মের সূচক 'ন' না 'অদ্যাপি' এখনও 'সন্তুষ্যসি' সন্তুষ্ট হইতেছ। ৪॥

নানা দুর্গম বিষম দেশ সকল ভ্রমণ করিয়াছি, কিঞ্চিন্মাত্রও ফল পাই নাই। উপযুক্ত জাতি কুলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধনীগণকে বৃথা সেবা করিয়াছি। অন্যের গৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কিত মনে অপমানিত হইয়া উদরপূর্ত্তি করিয়াছি। হে পাপ-কর্ম্মসূচক তৃষ্ণা তুমি এখনও বৃদ্ধি পাইতেছ, সন্তুষ্ট হইতেছ না?। ৪॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্। ৫॥

'উৎখাতং' খনন করিয়াছি 'নিধিশঙ্কয়া' রত্নসম্ভাবনা করিয়া 'ক্ষিতিতলং' ভূতল 'ধ্মাতাঃ' অগ্নিসংযুক্ত করিয়াছি 'গিরেঃ' পর্ব্বতের 'ধাতবঃ' ধাতুসমূহ 'নিস্তীর্ণঃ' পার হইয়াছি 'সরিতাং' নদী-

সকলের 'পতিঃ' প্রভু 'নৃপতয়ঃ' রাজা সকল 'যত্নেন' যত্নদ্বারা 'সন্তোষিতাঃ' সন্তুষ্ট করিয়াছি 'মন্ত্রারাধনতৎপরেণ' মন্ত্রসাধনে তৎপর 'মনসা' মন দ্বারা 'নীতাঃ' যাপন করিয়াছি 'শ্মশানে' মৃত-শরীরাদি পূরিত ভয়ানক স্থানে 'নিশাঃ' রাত্রিসকল 'প্রাপ্তঃ' পাই-য়াছি 'কাণবরাটকঃ' কাণা কড়ি 'অপি' ও 'ন' না 'ময়া' আমি 'তৃষ্ণে' হে তৃষ্ণা 'অধুনা' এক্ষণে 'মুঞ্চ' ত্যাগ কর 'মাম্' আমাকে। ৫॥

ভূগর্ভস্থিত রত্ন লোভে ভূতল খনন করিয়াছি, পর্ব্বতের ধাতু সমূহকে অগ্নিদ্বারা গলিত করিয়াছি, সমুদ্র উত্তীর্ণ হই-য়াছি, অতিযত্নে রাজাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি, এবং মন্ত্রসাধনে আসক্ত হইয়া কত শত রাত্রি শ্মশানে যাপন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এক কাণা কড়িও প্রাপ্ত হই নাই। হে তৃষ্ণা এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ কর। ৫॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্ব্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো নর্ত্তয়সি মাম্। ৬॥

'খলোল্লাপাঃ' দুর্জনের সহিত কথোপকথন 'সোঢ়াঃ' সহ্য করি-য়াছি 'কথমপি' অতিকষ্টে 'তদারাধনপরৈঃ' তাহাদের সেবায় তৎ-পর 'নিগৃহ্য' রোধ করিয়া 'অন্তর্ব্বাষ্পং' কণ্ঠনালীস্থ জল 'হসিতম্' হাস্য করিয়াছি 'অপি' ও 'শূন্যেন' নিরবলম্ব 'মনসা' মনে 'কৃতঃ' করিয়াছি 'চিত্তস্তম্ভঃ' অন্তঃকরণ স্থিরীকরণ 'প্রতিহতধিয়াং' হত-বুদ্ধিদিগের 'অঞ্জলিঃ' যুক্তপাণি 'অপি' ও 'ত্বং' তুমি 'আশে' হে আশা 'মোঘাশে' দুরাশা 'কিম্' কি 'উ' প্রশ্ন 'পরম্' পরে 'অতঃ' ইহার 'নর্ত্তয়সি' নাচাইতেছ 'মাম্' আমাকে। ৬॥

দুর্জ্জন দিগের আরাধনে তৎপর হইয়া অতিকষ্টে তাহা-দিগের বাক্যালাপ সহ্য করিয়াছি, অন্তরেতে বাষ্প রোধ করিয়া

শূন্য মনে হাস্যও করিয়াছি, অন্তঃকরণ স্তম্ভিত করিয়াছি, হতবুদ্ধি দিগের নিকট অঞ্জলি বন্ধনও করিয়াছি; হে দুরাশা-তুমি ইহার পর আর কেন আমাকে নাচাইতেছ। ৬ ॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিং নাস্মাভি র্বিগলিতবিবেকৈ র্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাং
কৃতং বীতব্রীড়ৈ র্নিজগুণকথাপাতকমপি। ৭ ॥

'অমীষাং' এই সকল 'প্রাণানাং' প্রাণের 'তুলিতবিসিনীপত্র-পয়সাং' পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় 'কৃতে' নিমিত্তে 'কিং' কি 'ন' না 'অস্মাভিঃ' আমরা 'বিগলিতবিবেকৈঃ' বিবেক বিহীন হইয়া 'ব্যবসিতম্' করিয়াছি 'যৎ' যেহেতু 'আঢ্যানাং' ধনীদিগের 'অগ্রে' নিকটে 'দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাং' ধনমদে অচেতন 'কৃতং' করিয়াছি 'বীতব্রীড়ৈঃ' নির্লজ্জ হইয়া 'নিজগুণকথাপাতকম্' স্বীয়গুণ প্রকাশ রূপ পাপ 'অপি' ও। ৭ ॥

নলিনীদলগত জল তুল্য চঞ্চল এই প্রাণের জন্যে আমরা বিবেকবিহীন হইয়া কি কুকর্ম্ম না করিয়াছি, যেহেতু ধনমদে অচেতন ধনীদিগের নিকটে নির্লজ্জ হইয়া আপন গুণ বর্ণনা রূপ পাতকও করিয়াছি। ৭ ॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ
তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ। ৮ ॥

'ভোগাঃ' বিষয় সকল 'ন' না 'ভুক্তাঃ' ভোগ করিয়াছি 'বয়ম্' আমরা 'এব' ই 'ভুক্তাঃ' ভুক্ত হইয়াছি 'তপঃ' তপস্যা 'ন' না 'তপ্তং' করিয়াছি 'বয়ম্' আমরা 'এব' ই 'তপ্তাঃ' সন্তপ্ত হইয়াছি

'কালঃ' ক্ষণ দণ্ড মুহূর্ত্তাদি 'ন' না 'যাতঃ' গত হইয়াছে 'বয়ম্' আমরা 'এব' ই 'যাতাঃ' গত হইয়াছি 'তৃষ্ণা' আশা 'ন' না 'জীর্ণা' জীর্ণ হইয়াছে 'বয়ম্' আমরা 'এব' ই 'জীর্ণাঃ' জীর্ণ হইলাম। ৮॥

ভোগ্য বস্তু ভোগ করি নাই কিন্তু আমরাই ভক্ষিত হইয়াছি, তপস্যা করি নাই কিন্তু আমরাই সন্তপ্ত হইয়াছি, কাল গত হয় নাই কিন্তু আমরাই গত হইয়াছি, তৃষ্ণা জীর্ণ হয় নাই কিন্তু আমরাই জীর্ণ হইলাম। ৮॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে। ৯॥

'বলিভিঃ' লোল মাংস 'মুখম্' মুখ 'আক্রান্তং' আক্রমণ করিয়াছে 'পলিতৈঃ' শুক্ল কেশ 'অঙ্কিতং' চিহ্নিত হইয়াছে 'শিরঃ' মস্তক 'গাত্রাণি' অঙ্গসমুদায় 'শিথিলায়ন্তে' অবশ হইতেছে 'তৃষ্ণা' আশা 'একা' কেবল 'তরুণায়তে' নূতন হইতেছে। ৯॥

লোল মাংসে মুখ বিশ্রী হইয়াছে, মস্তকস্থ কেশজাল শুক্ল হইয়া গিয়াছে, অঙ্গসমুদায় অবশ হইতেছে, (অর্থাৎ মৃত্যুর আর বড় বিলম্ব নাই) কিন্তু আশা নিত্য২ নূতন হইতেছে। ৯॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানো বিগলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ। ১০॥

'নিবৃত্তা' নিবৃত্ত হইয়াছে 'ভোগেচ্ছা' বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা 'পুরুষবহুমানঃ' পৌরুষাভিমান 'বিগলিতঃ' নষ্ট হইয়াছে 'সমানাঃ' সমবয়স্ক 'স্বঃ' স্বর্গ 'যাতাঃ' গিয়াছেন 'সপদি' সম্প্রতি 'সুহৃদঃ' বন্ধুবর্গ 'জীবিতসমাঃ' প্রাণতুল্য 'শনৈঃ' অল্পে২ 'যষ্ট্যুত্থানং'

যষ্টির উৎক্ষেপণ (অর্থাৎ দণ্ডধারণ) 'ঘনতিমিররুদ্ধে' নিবিড় অন্ধকারে আবৃত 'চ এবং 'নয়নে' নয়নদ্বয় 'অহো' আশ্চর্য্য 'দুষ্টঃ' দোষপূর্ণ 'কায়ঃ দেহ 'তদপি' তথাপি 'মরণোপায়চকিতঃ' মরণ প্রাপ্তিতে ভয়যুক্ত। ১০ ॥

বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়াছে, পৌরুষাভিমান নষ্ট হইয়াছে, প্রাণতুল্য সমবয়স্ক মিত্রগণ সম্প্রতি লোকান্তর গত হইয়াছেন, চলিতে অশক্ত হইয়া যষ্টি ধারণ করিয়াছি, নয়ন দ্বয় ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়াছে, আশ্চর্য্য! তথাপি এই দুষ্ট দেহ মরণ স্মরণে ভীত হইতেছে। ১০ ॥

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ। ১১॥

'আশা' তৃষ্ণা 'নাম' আখ্যা 'নদী' সরিৎ 'মনোরথজলা' মনোরথরূপ জল পূর্ণ 'তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা' তৃষ্ণা রূপ তরঙ্গ ব্যাপ্ত 'রাগগ্রাহবতী' অনুরাগ রূপ নক্রাদি বিশিষ্ট 'বিতর্কবিহগা' কুতর্ক রূপ বিহঙ্গমযুক্ত 'ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী' ধর্ম্মরূপ বৃক্ষের বিনাশ কারিণী 'মোহাবর্ত্তসুদুস্তরা' মোহরূপ জলভ্রম দ্বারা অতি দুস্তর 'অতিগহনা' অতিদুর্গম 'প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী' অতি উচ্চ চিন্তা রূপ তট যুক্ত 'তস্যাঃ' তাহার 'পারগতাঃ' পারগামী 'বিশুদ্ধমনসঃ' বিশুদ্ধচিত্ত 'নন্দন্তি' আনন্দিত হয়েন 'যোগীশ্বরাঃ' যোগীশ্রেষ্ঠ সকল। ১১॥

আশা নামে নদী, মনোরথরূপ জলে পরিপূর্ণ, তৃষ্ণারূপ তরঙ্গ ব্যাপ্ত, অনুরাগ রূপ হিংস্র কুম্ভীরাদি ইহাতে পরিভ্রমণ করিতেছে, কুতর্ক রূপ জলচর বিহঙ্গম সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, ধর্ম্মরূপ তটতরুগণ সমূলে উন্মূলিত হইতেছে,

মোহরূপ জলভ্রম দ্বারা অতিদুস্তর ও অতিদুর্গম হইয়াছে, চিন্তারূপ উন্নত তট-শালিনী এই আশানদীর পারে গমন করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী লোকেরা আনন্দ অনুভব করেন।১১॥

অবশ্যং যাতার শ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়াঃ
বিয়োগে কো ভেদ স্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তাস্তেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি। ১২॥

'অবশ্যং' অবশ্যই 'যাতারঃ' যাইবে 'চিরতরম্' বহুকাল 'উষিত্বা' বাস করিয়া 'অপি' ও 'বিষয়াঃ' বিষয় সকল 'বিয়োগে' বিচ্ছেদে 'কঃ' কি 'ভেদঃ' প্রভেদ 'ত্যজতি' ত্যাগ করিতেছে 'ন' না 'জনঃ' লোকে 'যৎ' যেহেতু 'স্বয়ম্' আপনি 'অমূন্' ইহা-দিগকে 'ব্রজন্তঃ' গমন করিলে 'স্বাতন্ত্র্যাৎ' স্বাধীন রূপে 'অতুল-পরিতাপায়' অত্যন্ত পরিতাপ জনক 'মনসঃ' মনের 'স্বয়ং' আপনি 'ত্যক্তাঃ' পরিত্যাগ করিলে 'এতে' ইহারা 'শমসুখম্' শান্তিসুখ 'অনন্তম্' অসীম 'বিদধতি' বিধান করে। ১২॥

বিষয় সমস্ত বহুকাল থাকিলেও অবশ্য গমন করিবেই করিবেক; অতএব উহা থাকা না থাকায় এমন কি বিশেষ আছে যে, লোকে ইহা স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি বিষয় সকল আপন হইতে ক্ষয় পাইয়া যায় মনের সাতিশয় অনুতাপ জনক হয়, কিন্তু স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারিলে অত্যন্ত শান্তি সুখ জন্মিতে পারে। ১২॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করং
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়াঃ
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি পরিত্যক্তুং ন শক্তা বয়ম্। ১৩॥

'ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়ঃ' পরমেশ্বর জ্ঞান জনিত বিবেক দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সকল 'কুর্ব্বন্তি' করিতেছেন 'অহো' আশ্চর্য্য 'দুষ্করং' কঠিন কর্ম্ম 'যৎ' যেহেতু 'মুঞ্চন্তি' ত্যাগ করিতেছেন 'উপভোগভাঞ্জি' উপভোগ যোগ্য 'অপি' ও 'ধনানি' ধনসকল 'একান্ততঃ' নিতান্তই 'নিস্পৃহাঃ' আকাঙ্ক্ষা রহিত 'ন' না 'প্রাপ্তানি' পাইয়াছি 'পূর্ব্বা' পূর্ব্বে 'ন' না 'সম্প্রতি' এক্ষণে 'ন' না 'চ' এবং 'প্রাপ্তৌ' প্রাপ্তি বিষয়ে 'দৃঢ়প্রত্যয়াঃ' দৃঢ় বিশ্বাস 'বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণি' ইচ্ছামাত্রে গৃহীত 'অপি' ও 'পরিত্যক্তুং' পরিত্যাগ করিতে 'ন' না 'শক্তাঃ' সমর্থ 'বয়ম্' আমরা। ১৩॥

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জনিত বিবেক দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা কি দুষ্কর কর্ম্মই করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা উপভোগ যোগ্য লব্ধ ধন সকলও নিতান্ত নিস্পৃহ হইয়া পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমরা কখন ধন প্রাপ্তও হই নাই, এক্ষণেও প্রাপ্ত হইতেছি না, পরে পাইব বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসও নাই, অথচ কেবল ধনের অভিলাষমাত্র করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ১৩॥

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাম্
আনন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ।
অস্মাকন্তু মনোরথোপরচিত-প্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে। ১৪॥

'ধন্যানাং' পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা 'গিরিকন্দরেষু' গিরিগুহায় 'বসতাং' বাস করিতেছেন 'জ্যোতিঃ' তেজঃস্বরূপ 'পরং' পরমেশ্বর 'ধ্যায়তাম্' ধ্যান বিশিষ্ট 'আনন্দাশ্রুকণান্' আনন্দাশ্রু বিন্দু সকল 'পিবন্তি' পান করিতেছে 'শকুনাঃ' পক্ষিসকল 'নিঃশঙ্কম্' বীতশঙ্ক হইয়া 'অঙ্কেশয়াঃ' ক্রোড়স্থিত 'অস্মাকং' আমাদিগের 'তু' কিন্তু 'মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতটক্রীড়াকানন-কেলিকৌতুকজুষাং'

মনোরথে কল্পিত অট্টালিকায় দীর্ঘিকাতীরে এবং ক্রীড়াকাননে ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদিত ' আয়ুঃ' পরমায়ুঃ ' পরং' কেবল ' ক্ষীয়তে' ক্ষীণ হইতেছে। ১৪ ॥

পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের ধ্যানে রত থাকিয়া গিরিগুহায় বাস করিতেছেন, বিহঙ্গমগণ নিঃশঙ্কচিত্তে অঙ্কস্থিত হইয়া তাঁহাদের আনন্দাশ্রু বিন্দু পান করিতেছে। কিন্তু আমরা অট্টালিকায় সরোবরতীরে এবং ক্রীড়াকাননে ক্রীড়া কৌতুক কেবল মনে মনে কল্পনা করিয়াই আয়ুঃ ক্ষয় করিতেছি। ১৪॥

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপিচ শশাঙ্কেন তুলিতম্।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্দ্ধি জঘনং
মুহু র্নিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈ র্গুরু কৃতম্। ১৫ ॥

'স্তনৌ' স্তনদ্বয় 'মাংসগ্রন্থী' মাংসের পিণ্ড 'কনককলসৌ' সুবর্ণ কলস 'ইতি' এইবলিয়া 'উপমিতৌ' উপমিত হইয়াছে 'মুখং' মুখ 'শ্লেষ্মাগারং' কফের মন্দির 'তৎ' তাহা 'অপি' ও 'চ' এবং 'শশাঙ্কেন' চন্দ্রের সহিত 'তুলিতম্' তুলনা দেওয়া হইয়াছে 'স্রবন্মূত্রক্লিন্নং' মূত্র ক্ষরণাদি দ্বারা ক্লেদযুক্ত 'করিবরকরস্পর্দ্ধি' হস্তি শুণ্ডা সদৃশ 'জঘনং' জঙ্ঘার অগ্রভাগ 'মুহুঃ' পুনঃ পুনঃ 'নিন্দ্যং' নিন্দনীয় 'রূপং' শরীর 'কবিবরবিশেষৈঃ' কবিশ্রেষ্ঠ মহাশয়বা 'গুরু' গৌরবান্বিত 'কৃতং' করিয়াছেন। ১৫ ॥

স্তনদ্বয় কেবল মাংসের পিণ্ড মাত্র, হেমকুম্ভের সহিত ইহার উপমা দিয়াছেন। কফ কাশের আধার যে মুখ তাহাকেও চন্দ্রের তুল্য করিয়া কহিয়াছেন। মূত্রাদি ক্ষরণ ও ক্লেদ যুক্ত জঘন দ্বয়কে হস্তিশুণ্ডার তুল্য বলিয়াছেন। সুতরাং

কবিবর মহাশয়রা নারী শরীরকে, বাস্তবিক নিন্দনীয় হইলেও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। ১৫ ॥

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রঞ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা
হাহা তথাপি বিষয়ান্ ন পরিত্যজন্তি। ১৬ ॥

'ভিক্ষাশনং' ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন 'তৎ' তাহা 'অপি' ও 'নীরসম্' মধুরাদি রস হীন 'একবারং' একবার 'শয্যা' শয্যা 'চ' এবং 'ভূঃ' পৃথিবী 'পরিজনঃ' পরিবার 'নিজদেহমাত্রম্' স্বীয় শরীরমাত্র 'বস্ত্রং' বসন 'চ' এবং 'জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা' জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে রচিত কন্থা 'হা হা' হায় হায় 'তথাপি' তবুও 'বিষয়ান্' বিষয় সকল 'ন' না 'পরিত্যজন্তি' পরিত্যাগ করিতেছে। ১৬ ॥

ভিক্ষালব্ধ নীরস অন্ন একাহার, ভুতল শয্যা, স্বীয় শরীরমাত্র পরিবার, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড রচিত কন্থাই পরিধেয়, হায় হায়! এমন অবস্থাতেও লোকে বিষয় বাসনা ত্যাগ করে না। ১৬ ॥

অজানন্ মাহাত্ম্যং পততি শলভ স্তীব্রদহনে
স মীনোঽপ্যজ্ঞানাৎ বড়িশযুতমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা। ১৭ ॥

'অজানন্' না জানিয়া 'মাহাত্ম্যং' প্রভাব 'পততি' পতিত হয় 'শলভঃ' পতঙ্গ 'তীব্রদহনে' দীপ্ত অগ্নিতে 'সঃ' সেই 'মীনঃ' মৎস্য 'অপি' ও 'অজ্ঞানাৎ' অজ্ঞানবশতঃ 'বড়িশযুতম্' বড়িশ যুক্ত 'অশ্নাতি' ভোজন করে 'পিশিতম্' মাংস 'বিজানন্তঃ' বিশেষ জানিয়া 'অপি' ও 'এতে' এই 'বয়ম্' আমরা 'ইহ' এই সংসারে 'বিপজ্জালজটিলান্' বিপদ্ সমুহে আবৃত 'ন' না 'মুঞ্চামঃ' ত্যাগ করিতেছি

'কামান্' বিষয় সকল 'অহহ' খেদসূচক 'গহনঃ' দুর্জ্ঞেয় 'মোহ-মহিমা' মোহের মাহাত্ম্য। ১৭॥

পতঙ্গ দাহদুঃখ না জানিয়াই দীপ্ত অগ্নিতে পতিত হয়, এবং মৎস্যও না জানিয়াই বড়িশবিদ্ধ মাংসখণ্ড গ্রাস করে; কিন্তু আমরা এই সংসারে বিষয় সকল পদে পদে বিপদ্ যুক্ত জানিয়া শুনিয়াও ত্যাগ করিতে পারিনা; হায়! হায়! মোহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!। ১৭॥

তুঙ্গং বেশ্ম সুতাঃ সতামভিমতাঃ সংখ্যাতিগাঃ সম্পদঃ
কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চ নবমিত্যজ্ঞানমূঢ়ো জনঃ।
মত্বা বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকারাগৃহে
সংদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুরং তদখিলং ধন্যস্তু সন্ন্যস্যতি। ১৮॥

'তুঙ্গং' উচ্চ 'বেশ্ম' গৃহ 'সুতাঃ' পুত্রসকল 'সতাম্' সাধুদিগের 'অভিমতাঃ' সম্মত 'সংখ্যাতিগাঃ' সংখ্যাতীত 'সম্পদঃ' ঐশ্বর্য্য সমুদয় 'কল্যাণী' মঙ্গলদায়িকা 'দয়িতা' প্রিয়তমা 'বয়ঃ' বয়ঃক্রম 'চ' এবং 'নবম্' নবীন 'ইতি' এইপ্রকার 'অজ্ঞানমূঢ়ঃ' অজ্ঞানান্ধ 'জনঃ' ব্যক্তি 'মত্বা' মানিয়া 'বিশ্বম্' জগৎ 'অনশ্বরং' অক্ষয় 'নিবিশতে' প্রবিষ্ট হইতেছে 'সংসারকারাগৃহে' সংসাররূপ কারা-গারে 'সংদৃশ্য' দেখিয়া 'ক্ষণভঙ্গুরং' অল্পকালস্থায়ী 'তৎ' সেই 'অ-খিলং' সমস্ত 'ধন্যঃ' পুণ্যবান্ 'তু' কিন্তু 'সন্ন্যস্যতি' পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১৮॥

উন্নত ভবন, সাধুসম্মত সন্তানগণ, অসীম সম্পত্তি, সু-লক্ষণা প্রেয়সী, নবীন বয়স্ এই সমস্ত জগতের বস্তু চিরস্থায়ী বিবেচনা করিয়া অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা সংসার কারাগারে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা এই সমুদায়কে ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ১৮॥

দীনাং দীনমুখৈঃ স্বকীয়শিশুকৈরাকৃষ্টজীর্ণাম্বরাং
ক্রোশদ্ভিঃ ক্ষুধিতৈ র্নিরন্নজঠরাং পশ্যেন্ন চেদ্গেহিনীম্।
যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদ্গদগলোদ্গচ্ছদ্বিলীনাক্ষরং
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী পুমান্। ১৯ ॥

'দীনাং' দুর্দ্দশাপন্না 'দীনমুখৈঃ' ম্লানবদন 'স্বকীয়শিশুকৈঃ' স্বীয় সন্তানগণ 'আকৃষ্টজীর্ণাম্বরাং' জীর্ণবস্ত্র গৃহীত 'ক্রোশদ্ভিঃ' রোদন করত 'ক্ষুধিতৈঃ' ক্ষুধাযুক্ত 'নিরন্নজঠরাং' উদরে অন্ন নাই 'পশ্যেৎ' দেখে 'ন' না 'চেৎ' যদি 'গেহিনীম্' গৃহিণীকে 'যাচ্ঞা-ভঙ্গভয়েন' প্রার্থনা ভঙ্গভয়ে 'গদ্গদগলোদ্গচ্ছদ্বিলীনাক্ষরং' জড়ী-ভূত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত অস্পষ্ট ধ্বনি 'কঃ' কে 'দেহি' দাও 'ইতি' ইহা 'বদেৎ' বলে 'স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে' আপন দগ্ধ উদরের জন্য 'মনস্বী' প্রশস্তমনাঃ 'পুমান্' পুরুষ। ১৯ ॥

ক্ষুধার্ত্ত ম্লানবদন স্বীয় সন্তানগুলি রোদন করিতে করিতে অতিদীনা অন্নহীনা গৃহিণার জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে যদি না দেখিতে হইত, তাহা হইলে কোন্ মনস্বী ব্যক্তি প্রার্থনার ভঙ্গ ভয়ে জড়ীভূত কণ্ঠ নিঃসৃত গদ্গদ ধ্বনিতে কেবল স্বীয় দগ্ধ উদরের জন্য 'দেহি' এই বাক্য বলিতে সম্মত হইত। ১৯ ॥

অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্রভেদপটীয়সী
গুরুতরগুণগ্রামাম্ভোজস্ফুটোজ্জ্বলচন্দ্রিকা।
বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিদারকুঠারিকা
জঠরপিঠরী দুষ্পূরেয়ং করোতি বিড়ম্বনাম্। ২০ ॥

'অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্রভেদপটীয়সী' বাঞ্ছিত মহৎ মান্যতারূপ গ্রন্থির শৈথিল্য করণে কুশলা 'গুরুতরগুণগ্রামাম্ভোজস্ফুটোজ্জ্বল-চন্দ্রিকা' গুরুতর গুণ সমুহ রূপ পদ্মের প্রকাশ বিষয়ে উজ্জ্বল চন্দ্রিকা স্বরূপ 'বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিদারকুঠারিকা' মহৎ প্রকা-

শমান লজ্জারূপ লতার ছেদনে কুঠারস্বরূপ 'জঠরপিঠরী' উদররূপ কলসী 'দুষ্পূরা' পূর্ণকরা অসাধ্য 'ইয়ং' এই 'করোতি' করিতেছে 'বিড়ম্বনাম্' বঞ্চনা। ২০॥

এই দুষ্পূরণীয় উদরকলসী কতই বঞ্চনা করিতেছে, বাঞ্ছিত বিপুল মান বিনাশ করিতেছে, পদ্মপ্রকাশ বিষয়ে চন্দ্রিকার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণ সমূহ প্রকাশের বাধা বিধান করিতেছে এবং লজ্জা লতার সমূলে উন্মূলন করিতেছে। ২০॥

পুণ্যগ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছেদপালীং কপালীম্
আদায় ন্যায়গর্ভং দ্বিজহুতহুতভুগ্ধূমধূম্রোপকণ্ঠম্।
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টো বরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্ত্তো
মানী প্রাণী সনাথো ন পুনরনুদিনং তুল্যকুল্যেষু দীনঃ।২১॥

'পুণ্যগ্রামে' পবিত্র গ্রামে 'বনে' অরণ্যে 'বা' অথবা 'মহতি' মহৎ 'সিতপটচ্ছেদপালীং' শুক্লবর্ণ ছিন্ন বস্ত্রের ঝুলী 'কপালীম্' ভিক্ষাপাত্র 'আদায়' লইয়া 'ন্যায়গর্ভং' সত্যপূর্ণ 'দ্বিজহুতহুত-ভুগ্ধূমধূম্রোপকণ্ঠং' ব্রাহ্মণদিগের হুতাগ্নি দ্বারা ধূম্রবর্ণ নিকটবর্ত্তী স্থান 'দ্বারং দ্বারং' দ্বারে দ্বারে 'প্রবিষ্টঃ' প্রবেশ করা 'বরম্' শ্রেষ্ঠ কল্প 'উদরদরীপূরণায়' উদরগর্ত্ত পূরণের নিমিত্ত 'ক্ষুধার্ত্তঃ' ক্ষুধায় কাতর 'মানী' মানবিশিষ্ট 'প্রাণী' প্রাণবিশিষ্ট 'সনাথঃ' নাথ বিশিষ্ট 'ন' না 'পুনঃ' কিন্তু 'অনুদিনং' প্রতিদিন 'তুল্যকুল্যেষু' সজাতীয়-বর্গের নিকট 'দীনঃ' দরিদ্র। ২১॥

শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে নির্ম্মিত ভিক্ষার ঝুলী অবলম্বন করিয়া কোন পুণ্যগ্রামে বা মহারণ্যে ব্রাহ্মণদিগের হোমাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ সত্যপূর্ণ দ্বারে দ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক উদরগর্ত্ত পূরণ করা বরং শ্রেয়ঃ কল্প, কিন্তু মান যুক্ত ও নাথ যুক্ত হইয়া প্রতিদিন সজাতীয় বর্গের নিকট ক্ষুধার্ত্ত ও দীনভাবাপন্ন হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নয়। ২১ ॥

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি
বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি
যৎ সাবমানপরপিণ্ডরতা মনুষ্যাঃ। ২২ ॥

'গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি' গঙ্গাতরঙ্গের জলকণদ্বারা শীতল 'বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি' বিদ্যাধর গণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মনোহর শিলাতল 'স্থানানি' স্থানসকল 'কিং' কি 'হিমবতঃ' হিমালয়ের 'প্রলয়ং' নাশ 'গতানি' পাইয়াছে 'যৎ' যেহেতু 'সাবমান পরপিণ্ডরতাঃ' অপমানের সহিত পরান্নে আসক্ত 'মনুষ্যাঃ' মানুষেরা। ২২ ॥

গঙ্গাতরঙ্গের জলকণ সম্পর্কে সুশীতল, বিদ্যাধরগণের অধিষ্ঠান, হিমালয় পর্ব্বতের সেই সমস্ত মনোহর শিলাতল কি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেহেতু মনুষ্যেরা অপমানিত হইয়া পরপিণ্ড ভোজনে আসক্ত হইতেছে। ২২ ॥

কিং কন্দাঃ কন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা নির্ঝরা বা গিরিভ্যঃ
প্রধ্বস্তাঃ কিং মহীজাঃ সরসফলভৃতো বল্কলিন্যশ্চ শাখাঃ।
বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং
দুঃখোপাত্তাল্পবিত্তস্ময়পবননশান্নর্ত্তিতভ্রূলতানি। ২৩ ॥

'কিং' কি 'কন্দাঃ' মূল সকল 'কন্দরেভ্যঃ' গিরিগুহা হইতে 'প্রলয়ম্' নাশ 'উপগতাঃ' পাইয়াছে 'নির্ঝরাঃ' ঝরণা সকল 'বা' কিংবা 'গিরিভ্যঃ' পর্ব্বত হইতে 'প্রধ্বস্তাঃ' নষ্ট হইয়াছে 'কিং' কি 'মহীজাঃ' বৃক্ষ সকল 'সরসফলভৃতঃ' রসবৎ ফল যুক্ত 'বল্কলিন্যঃ' বল্কল বিশিষ্ট 'চ' এবং 'শাখাঃ' ডাল সকল 'বীক্ষ্যন্তে' দর্শন করিতেছে 'যং' যেহেতু 'মুখানি' মুখ সমুদায় 'প্রসভম্' হঠাৎ 'অপগতপ্রশ্রয়াণাং' বিনয় রহিত 'খলানাং' খলদিগের 'দুঃখো-পাত্তাল্পবিত্তস্ময়পবনবশাৎ' দুঃখে উপার্জ্জিত অল্প ধনের অহঙ্কার

রূপ বায়ুবেগ বশতঃ 'নর্ত্তিতভ্রূসতানি' ভ্রূস্বরূপ লতা নৃত্য করিতেছে। ২৩॥

গিরিগুহার মধ্যে মূল সকল কি নষ্ট হইয়াছে, নির্ঝরজল কি শুষ্ক হইয়াছে, সরস ফলবান্ তরুগণ কি বিনষ্ট হইয়াছে, শাখা সকল কি বল্কলবিহীন হইয়াছে; যেহেতু অতিদুঃখে যৎকিঞ্চিৎ ধন উপার্জ্জন করিয়াও সাতিশয় গর্ব্বিত ও অবিনীত দুর্জ্জন দিগের ভ্রুকুটীকুটিল মুখ লোকেরা অবলোকন করিতেছে। ২৩॥

পুণ্যৈর্মূলফলৈঃ প্রিয়ৈশ্চ সলিলৈর্ব্বৃত্তিং কুরুষ্বাধুনা
ভূশয্যাং নবপল্লবৈর্ব্বিতনুতামুত্তিষ্ঠ যামো বনম্।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকমূঢ়মনসাং তত্রেশ্বরাণাং সদা
বিত্তব্যাধিবিকারবিহ্বলগিরাং নামাপি ন শ্রূয়তে। ২৪॥

'পুণ্যৈঃ' পবিত্র 'মূলফলৈঃ' মূলফলদ্বারা 'প্রিয়ৈঃ' প্রীতিজনক 'চ' এবং 'সলিলৈঃ' জল দ্বারা 'বৃত্তিং' উপজীবিকা 'কুরুষ্ব' কর 'অধুনা' এক্ষণে 'ভূশয্যাং' ভূমি শয়নস্থান 'নবপল্লবৈঃ' নূতন পল্লব দ্বারা 'বিতনুতাম্' বিস্তার কর 'উত্তিষ্ঠ' উঠ 'যামঃ' গমন করি 'বনম্' অরণ্যে 'ক্ষুদ্রাণাম্' নীচদিগের 'অবিবেকমূঢ়মনসাং' অবিবেচনা দ্বারা মুগ্ধমানস 'তত্র' তথায় 'ঈশ্বরাণাং' ধনাদিগের 'সদা' সর্ব্বদা 'বিত্তব্যাধিবিকারবিহ্বলগিরাং' ধনরূপ ব্যাধির বিকারে বিহ্বলবাক্য 'নাম' নাম 'অপি' ও 'ন' না 'শ্রূয়তে' শ্রুত হয়। ২৪॥

এক্ষণে পবিত্র ফল মূল ও তৃপ্তিকর সলিল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর, কোমল নব পল্লব বিস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত কর, হে বন্ধুগণ! উঠ, চল আমরা অরণ্যে প্রস্থান করি, তথায়, অধম অবিবেকী ও ধনরূপ রোগের বিকার বশতঃ প্রলাপভাষী ধনীদিগের নামও শ্রুত হইবেক না। ২৪॥

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
সুখস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ। ২৫ ॥

'ফলং' ফল 'স্বেচ্ছালভ্যং' স্বেচ্ছাধীন লাভ হয় 'প্রতিবনম্' সকল বনে 'অখেদং' বিনা ক্লেশে 'ক্ষিতিরুহাং' বৃক্ষ সকলের 'পয়ঃ' জল 'স্থানে স্থানে' সর্ব্বত্র 'শিশিরমধুরং' শীতল ও সুমিষ্ট 'পুণ্যসরিতাম্' পবিত্র নদীর 'সুখস্পর্শা' সুখস্পর্শ বিশিষ্ট 'শয্যা' শয়নস্থান 'সুললিতলতাপল্লবময়ী' সুকোমল লতাপল্লবে রচিত 'সহন্তে' সহ্য করে 'সন্তাপং' দুঃখ 'তদপি' তথাপি 'ধনিনাং' ধনীদিগের 'দ্বারি' দ্বারে 'কৃপণাঃ দীনভাবাপন্ন। ২৫ ॥

সকল বনেই তরুগণের ফল এবং সর্ব্বত্রই পবিত্র নদীর মধুর শীতল জল, ও স্থানে স্থানে সুকোমল লতাপল্লবে সুখস্পর্শা শয্যা বিদ্যমান আছে, ইচ্ছামাত্র অনায়াসে লব্ধ হইতে পারে, তথাপি লোকেরা দীনভাবাপন্ন হইয়া ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে। ২৫ ॥

যে বর্দ্ধন্তে ধনপতিপুরঃ প্রার্থনাসিদ্ধিভাজো
যে চাল্পত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্য্যস্তবুদ্ধেঃ।
তেষামন্তঃস্ফুরিতহসিতং বাসরাণাং স্মরেয়ং
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ। ২৬॥

'যে' যাহারা 'বর্দ্ধন্তে' বৃদ্ধি পাইতেছে 'ধনপতিপুরঃ' ধনীদিগের অগ্রে 'প্রার্থনাসিদ্ধিভাজঃ' প্রার্থনা সিদ্ধি করিয়া 'যে' যাহারা 'চ' এবং 'অল্পত্বং' লঘুত্ব 'দধতি' ধারণ করিতেছে 'বিষয়াক্ষেপ পর্য্যস্তবুদ্ধেঃ' বিষয় ক্লেশে বিপরীতবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট 'তেষাম্' তাহাদের 'অন্তঃস্ফুরিতহসিতং' অন্তঃকরণে প্রকাশিত হাস্য 'বাসরাণাং' দিন সকল 'স্মরেয়ং' স্মরণ করি 'ধ্যানচ্ছেদে'

ধ্যানাবসানে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ’ পর্ব্বতগুহায় প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট। ২৬॥

যে সকল ব্যক্তিরা ধনীদিগের নিকট প্রার্থনা সিদ্ধি করিয় বৃদ্ধি পাইতেছে, আর যে সকল ব্যক্তিরা, বিষয়ের বিবিধ যন্ত্রণায় বিপরীতবুদ্ধি ব্যক্তিদের নিকট আপন হীনত্ব স্বীকার করিতেছে, আমি ধ্যানাবসানে গিরিগুহার পাষাণাসনে সুখাসীন হইয়া তাহাদের সেই সকল দিন সহাস্য মানসে স্মরণ করিতেছি। ২৬॥

ভিক্ষাহারমদীনমপ্রতিহতং ভীতিচ্ছিদং সর্ব্বদা
দুর্ম্মাৎসর্য্যমদাভিমানমথনং দুঃখৌঘবিধ্বংসনম্।
সর্ব্বত্রান্বহমপ্রযত্নসুলভং সাধুপ্রিয়ং পাবনং
শম্ভোঃ সত্রমবার্য্যমক্ষয়নিধিং শংসন্তি যোগীশ্বরাঃ।২৭।

‘ভিক্ষাহারম্’ ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন ‘অদীনম্’ দীনতা শূন্য ‘অপ্রতিহতং’ ব্যাঘাতরহিত ‘ভীতিচ্ছিদং’ ভয়নাশক ‘সর্ব্বদা’ সকল কালে ‘দুর্ম্মাৎসর্য্যমদাভিমানমথনং’ দুষ্ট মাৎসর্য্য মত্ততা ও অভিমান নাশক ‘দুঃখৌঘবিধ্বংসনম্’ দুঃখসমূহের ধ্বংস কারক ‘সর্ব্বত্র’ সকল স্থানে ‘অন্বহম্’ প্রতিদিন ‘অপ্রযত্নসুলভং’ অনায়াস লভ্য ‘সাধুপ্রিয়ং’ সাধুদিগের প্রিয় ‘পাবনং’ পবিত্র ‘শম্ভোঃ’ শিবের ‘সত্রম্’ ব্রতস্বরূপ ‘অবার্য্যম্’ অবারণীয় ‘অক্ষয়নিধিং’ ক্ষয়হীন রত্ন ‘শংসন্তি’ প্রশংসা করেন ‘যোগীশ্বরাঃ’ প্রধান যোগীরা। ২৭॥

দীনতা শূন্য, প্রতিবন্ধ রহিত, সর্ব্বদা ভয় নাশক, দুর্ম্মাৎসর্য্য মত্ততা ও অভিমান নাশক, দুঃখ রাশির উচ্ছেদক অনায়াসলভ্য, সাধুলোকের প্রিয়, পবিত্র, অক্ষয় রত্ন তুল্য অনিবার্য্য, মহাদেবের ব্রত স্বরূপ প্রতিদিন সর্ব্বত্র ভিক্ষান্ন ভোজন যোগীশ্রেষ্ঠেরা প্রশংসা করিয়া থাকেন। ২৭॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাৎভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাৎ ভয়ম্
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।২৮॥

'ভোগে' প্রচুর ভোগ করিলে 'রোগভয়ং' রোগের ভয় 'কুলে' কুল থাকিলে 'চ্যুতিভয়ং' কুলনাশভয় 'বিত্তে' ধন হইলে 'নৃপালাৎ' রাজাহইতে 'ভয়ং' ভয় 'মানে' মান্যতা জন্মিলে 'দৈন্যভয়ং' দারিদ্র্যের ভয় 'বলে' অধিক বল হইলে 'রিপুভয়ং' শত্রুহইতে ভয় 'রূপে' সৌন্দর্য্যথাকিলে 'তরুণ্যাঃ' তরুণী হইতে 'ভয়ং' ভয় 'শাস্ত্রে' শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিলে 'বাদিভয়ং' প্রতিবাদীর ভয় 'গুণে' গুণ বিষয়ে 'খলভয়ং' দুর্জ্জন হইতে ভয় 'কায়ে' দেহবিষয়ে 'কৃতান্তাৎ' যমহইতে 'ভয়ং' ভয় 'সর্ব্বং' সমুদয় 'বস্তু' বিষয় 'ভয়ান্বিতং' ভয়যুক্ত 'ভুবি' পৃথিবীতে 'নৃণাং' মনুষ্যদিগের 'বৈরাগ্যম্' বিষয়েতে তুচ্ছজ্ঞান 'এব' ই 'অভয়ম্' ভয়শূন্য। ২৮॥

যদি অধিক ভোগ কর রোগের ভয়, কুলীন হইলে কুলচ্যুতির ভয়, ধনবান্ হইলে রাজা হইতে ভয়, মান্যতা হইলে দরিদ্র হইবার ভয়, অধিক বল জন্মিলে শত্রু হইতে ভয়, রূপবান্ হইলে যুবতী হইতে ভয়, শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিলে প্রতিপক্ষের ভয়, গুণ হইলে দুর্জ্জনের ভয়, শরীরেতে মৃত্যুর ভয়; সুতরাং সংসারে সমস্ত বস্তুই ভয় জনক হইয়া রহিয়াছে, কেবল বৈরাগ্যেই কোন ভয়, নাই। ( অতএব হে মানবগণ! তোমরা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভয় হইতে মুক্ত হও )।২৮॥

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা যাত্যুত্তমং যৌবনং
সন্তোষো ধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ।
লোকৈ র্মৎসরিভি র্গুণা বনভুবো ব্যালৈ র্নৃপা দুর্জ্জনৈঃ
অ*:র্য্যেণ বিভূতয়োহপ্যুপহতা গ্রস্তং ন কিং কেন বা।২৯॥

'আক্রান্তং' আক্রমণ করিয়াছে 'মরণেন' মরণ 'জন্ম' জীবন 'জরসা' বৃদ্ধাবস্থা 'যাতি' যাইতেছে 'উত্তমং' উত্তম 'যৌবনং' যৌবন 'সন্তোষঃ' সন্তোষ 'ধনলিপ্সয়া' ধনাকাঙ্ক্ষা 'শমসুখং' শান্তিসুখ 'প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ' পূর্ণযৌবনা কামিনীর হাব ভাবাদি 'লোকৈঃ' লোকেরা 'মৎসরিভিঃ' অহঙ্কৃত 'গুণাঃ' গুণ সকল 'বনভুবঃ' বনস্থলী 'ব্যালৈঃ' হিংস্র জন্তুরা 'নৃপাঃ' রাজাসকল 'দুর্জ্জনৈঃ' দুর্জ্জনেরা 'অস্থৈর্য্যেণ' অস্থিরতা 'বিভূতয়ঃ' ঐশ্বর্য্য 'অপি' ও 'উপহতাঃ' নাশ প্রাপ্ত 'গ্রস্তং' গ্রাস করিয়াছে 'ন' না 'কিং' কি 'কেনবা' কেইবা। ২৯॥

মৃত্যু, জীবদিগের জীবনকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে মনোহর যৌবন জরার গ্রাসে পতিত রহিয়াছে, ধনলালসায় সন্তোষ প্রস্থান করিয়াছে, পূর্ণযৌবনা কামিনীদিগের হাব ভাবাদি দ্বারা শান্তিসুখ বিন্দুমাত্রও নাই, অহঙ্কৃত লোকের গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে, হিংস্র জন্তুরা বনস্থলী অধিকার করিয়াছে, দুর্জ্জনেরা রাজাদিগের উপদ্রব করিতেছে, ঐশ্বর্য্য অস্থৈর্য্যে নাশের অধীন হইয়াছে, সুতরাং কেই বা কোন বস্তু গ্রাস না করে। (বস্তুতঃ কোন বস্তুই এক অবস্থায় থাকিতে পারেনা, সকলই চঞ্চল, সকলই অনিত্য)। ২৯॥

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে
লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারা ইব হ্যাপদঃ।
জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ
তৎ কিং কেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্ম্মিতং তৎস্থিরম্।৩০

'আধিব্যাধিশতৈঃ' মানসিক ও শারীরিক পীড়া সমূহ 'জনস্য' লোকের 'বিবিধৈঃ' নানাবিধ 'আরোগ্যম্' স্বাস্থ্য 'উন্মূল্যতে' উন্মূলিত করিতেছে 'লক্ষ্মীঃ' সম্পত্তি 'যত্র' যে স্থানে 'পতন্তি' পতিত হয় 'তত্র' তথায় 'বিবৃতদ্বারাঃ' মুক্ত দ্বার 'ইব' যেন 'হি' নিশ্চয় 'আপদঃ' বিপদ সমূহ 'জাতং' উৎপন্ন 'জাতং' জীবগণকে 'অব-

শ্যম্ অবশ্যই 'আশু' শীঘ্র 'বিবশং' পরাধীন 'মৃত্যুঃ' মরণ 'করোতি' করিতেছে 'আত্মসাৎ' আপন আয়ত্ত 'তৎ' অতএব 'কিং' কি 'কেন' কোন্ 'নিরঙ্কুশেন' প্রতিবন্ধ রহিত 'বিধিনা' বিধাতা 'যৎ' যাহা 'নির্ম্মিতং' নির্ম্মাণ করিয়াছেন 'তৎ' তাহা 'স্থিরম্' চিরস্থায়ী। ৩০॥

শতশত মানসিক ও শারীরিক নানাবিধ পীড়া মনুষ্যের আরোগ্য উন্মূলন করিতেছে, যেস্থানে সম্পত্তি থাকে তথায় মুক্তদ্বার হইয়াই যেন বিপত্তি সকল উপস্থিত হয়, যে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, মৃত্যু তাহাকেই অবশ করিয়া আপন আয়ত্ত করিতেছে ; অতএব কোন্ স্বেচ্ছাবিহারী বিধাতা এমন কি বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহা চিরস্থায়ী হইবেক ? (অর্থাৎ কিছুই চিরস্থায়ী নহে)। ৩০॥

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গতুল্যতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখং স্ফূর্ত্তিঃ ক্রিয়াসু স্থিতা।
তৎসংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধা বুধা বোধকাঃ
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্।৩১॥

'ভোগাঃ' ভোগ সকল 'তুঙ্গতরঙ্গতুল্যতরলাঃ' উচ্চ তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল 'প্রাণাঃ' জীবন 'ক্ষণধ্বংসিনঃ' ক্ষণভঙ্গুর 'স্তোকানি' অল্প 'এব' ই 'দিনানি' দিন 'যৌবনসুখং' যৌবনানন্দ 'স্ফূর্ত্তিঃ' প্রফুল্লতা 'ক্রিয়াসু' কার্য্যেতে 'স্থিতা' রহিয়াছে 'তৎ' অতএব 'সংসারম্' ইহলোক 'অসারম্' সারহীন 'এব' ই 'নিখিলং' সমস্ত 'বুদ্ধা' বুঝিয়া 'বুধাঃ' হে বুধগণ 'বোধকাঃ' বুঝাইয়া দিয়া 'লোকানুগ্রহ-পেশলেন' লোকের প্রতি অনুগ্রহ কুশল 'মনসা' মানস 'যত্নঃ' চেষ্টা 'সমাধীয়তাম্' কর। ৩১॥

বিষয়ভোগ সকল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুল্য চঞ্চল, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, যৌবনানন্দও অতি অল্প দিন, স্ফূর্ত্তি কার্য্যেতেই অবস্থিতি করিতেছে, অতএব হে বুধগণ! এই সমস্ত সংসারকে

অসার বিবেচনা করিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ই
বুঝাইতে যত্ন কর। ৩১ ॥

ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলাঃ
আয়ু র্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীচ্ছিন্নাম্বুবৎ ভঙ্গুরম্।
লোলা যৌবনলালসা স্তনুভৃতামিত্যাকলয্য দ্রুতং
যোগে ধৈর্য্যসমাধিসিদ্ধিসুলভে বুদ্ধিং বিদদ্ধ্বং বুধাঃ।৩২

'ভোগাঃ' বিষয় সকল 'মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলাঃ' মেঘবিস্তারের মধ্যে প্রকাশমান বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল 'আয়ুঃ' জীবন 'বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীচ্ছিন্নাম্বুবৎ' বায়ুকর্ত্তৃক আলোড়িত মেঘ সমূহের ছিন্ন ভিন্ন জলবিন্দুর ন্যায় 'ভঙ্গুরম্' নশ্বর 'লোলাঃ' চঞ্চল 'যৌবনলালসা' যৌবনাভিলাষ 'তনুভৃতাম্' শরীরীদিগের 'ইতি' ইহা 'আকলয্য' নিশ্চয় করিয়া 'দ্রুতং' শীঘ্র 'যোগে' ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণে 'ধৈর্য্যসমাধিসিদ্ধিসুলভে' ধৈর্য্য ও সমাধি-সিদ্ধি দ্বারা সুলভ 'বুদ্ধিং' মন 'বিদদ্ধ্বং' কর 'বুধাঃ' হে বুধগণ। ৩২

ভোগ সকল মেঘ মধ্য স্থিত সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল আয়ু বায়ুবিচলিত মেঘসমূহের জল তুল্য নশ্বর, শরীরী দিগের যৌবনবাসনাও অস্থিরা, হে! বুধগণ এই সকল বিবেচন করিয়া ধৈর্য্য ও ধ্যান দ্বারা পরমেশ্বরে নিরন্তর মন অর্প কর। ৩২ ॥

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রীঃ
অর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূগাঃ।
কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতং
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং প্লবন্তাম্।৩৩॥

'আয়ুঃ' জীবন 'কল্লোললোলং' তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল 'কতিপয়-দিবসস্থায়িনী' কিছু দিন স্থায়ী 'যৌবনশ্রীঃ' যৌবন শোভা 'অর্থাঃ' ধন সমূহ 'সঙ্কল্পকল্পাঃ' মনঃকল্পনার ন্যায় 'ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমাঃ'

বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় ‘ ভোগপূগাঃ’ ভোগসমূহ ‘ কণ্ঠাশ্লেষো-পগূঢ়ং’ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন ‘ তৎ’ তাহা ‘ অপি’ ও ‘ চ’ এবং ‘ ন’ না ‘ চিরং’ চিরকাল ‘ যৎ যে ‘প্রিয়াভিঃ’ স্ত্রীকর্ত্তৃক ‘ প্রণীতং’ কৃত ‘ ব্রহ্মণি’ পরমেশ্বরে ‘ আসক্তচিত্তাঃ’ নিবিষ্টমানস ‘ ভবত’ হও ‘ভবভয়াম্বোধিপারং’ সংসার ভয় সমুদ্রের পার ‘ প্লবন্তাম্’ পার হও। ৩৩॥

জীবনকাল তরঙ্গতুল্য চঞ্চল, যৌবনশোভা কিছুদিন স্থায়ী, অর্থ সকল মনঃকল্পনা তুল্য, ভোগ সমূহ বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির, প্রণয়িনীকৃত কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গনও ক্ষণ কালের নিমিত্ত; অতএব হে মানবগণ! পরব্রহ্মে মন সমর্পণ কর, ভয়ানক সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হও। ৩৩॥

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যে নিয়মিততনুভিঃ স্থীয়তে গর্ভবাসে
কান্তাবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমে যৌবনে চোপভোগঃ।
বামাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতি র্বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ
সংসারে রে মনুষ্যা বদত যদি সুখং স্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ। ৩৪॥

‘ কৃচ্ছ্রেণ’ অতিকষ্টে ‘ অমেধ্যমধ্যে’ অপবিত্র মধ্যে ‘ নিয়মিততনুভিঃ’ সঙ্কুচিত গাত্র ‘স্থীয়তে’ স্থিতি করিতে হয় ‘ গর্ভবাসে’ কুক্ষিগৃহে ‘ কান্তাবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমে’ প্রিয়া বিরহ দুঃখসমূহ দ্বারা বিষম ‘যৌবনে’ তরুণাবস্থায় ‘চ’ এবং ‘উপভোগঃ’ বিষয় ভোগ ‘বামাক্ষীণাম্’ বামলোচনাদিগের ‘ অবজ্ঞাবিহসিতবসতিঃ’ অবজ্ঞা ও পরিহাসে বাস ‘ বৃদ্ধভাবঃ’ বৃদ্ধাবস্থা ‘ অপি’ ও ‘ অসাধুঃ’ উত্তম নহে ‘ সংসারে’ সংসারেতে ‘রে’ অরে ‘ মনুষ্যাঃ’ মনুষ্য সকল ‘ বদত’ বল ‘ যদি’ যদি ‘ সুখং’ সুখ ‘ স্বল্পম্’ অল্প ‘ অপি’ ও ‘ অস্তি’ আছে ‘কিঞ্চিৎ’ কিছু। ৩৪॥

প্রথমে সঙ্কুচিতশরীর লইয়া অপবিত্র গর্ভবাসে অতি-কষ্টে অবস্থিতি করিতে হয়, পরে যৌবনাবস্থায় প্রণয়িনী-

বিরহ জন্য দুঃখসমূহ ভোগ করিতে হয়, বৃদ্ধাবস্থাতে বামলোচনা দিগের অবজ্ঞা ও পরিহাসের পাত্র হইয়া অবস্থিতি করিতে হয়, অতএব হে মনুষ্যগণ সংসারে কি কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ আছে তোমরা বলিতে পার ?। ৩৪ ॥

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহে।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো-
লোক স্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্। ৩৫ ॥

'ব্যাঘ্রী' ব্যাঘ্রপত্নী 'ইব' ন্যায় 'তিষ্ঠতি' স্থিতি করিতেছে 'জরা' বৃদ্ধাবস্থা 'পরিতর্জয়ন্তী' তর্জন গর্জনকারিণী 'রোগাঃ' ব্যাধি সকল 'চ' এবং 'শত্রবঃ' শত্রু সকল 'ইব' ন্যায় 'প্রহরন্তি' প্রহার করিতেছে 'দেহে' শরীরে 'আয়ুঃ' পরমায়ুঃ 'পরিস্রবতি' গলিত হইতেছে 'ভিন্নঘটাৎ' ছিদ্রিত কলস হইতে 'ইব' ন্যায় 'অম্ভঃ' জল 'লোকঃ' জন 'তথাপি' তবুও 'অহিতম্' অনিষ্ট 'আচরতি' করে 'ইতি' ইহা 'চিত্রম' আশ্চর্য্য। ৩৫ ॥

জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, রোগ সকল শত্রুর ন্যায় শরীরে গুরুতর প্রহার করিতেছে, আয়ুঃ ছিদ্রিত কলস হইতে জলের ন্যায় বিগলিত হইতেছে, তথাপি লোকেরা অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছে, কি আশ্চর্য্য !। ৩৫ ॥

ভোগা ভঙ্গুরবৃত্তয়ো বহুবিধা স্তৈরেব চায়ং ভবঃ
তৎ কস্যেহ কৃতে পরিভ্রমত হে লোকাঃ কৃতং চেষ্টিতৈঃ।
আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং
কাম্যোৎপত্তিবশে স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ। ৩৬ ॥

'ভোগাঃ' ভোগ সকল 'ভঙ্গুরবৃত্তয়ঃ' ভঙ্গ স্বভাব 'বহুবিধাঃ' নানা প্রকার 'তৈঃ' তদ্দ্বারা 'এব' ই 'চ' এবং 'অয়ং' এই 'ভবঃ'

সংসার 'তৎ' অতএব 'কস্য' কাহার 'ইহ' এই সংসারে 'কৃতে' জন্য 'পরিভ্রমত' ভ্রমণ করিতেছ 'হে' অহে 'লোকাঃ' লোক সকল 'কৃতং' অনাবশ্যক 'চেষ্টিতৈঃ' চেষ্টা 'আশাপাশশতোপশান্তি-বিশদং' তৃষ্ণারূপ রজ্জু সমূহের বিচ্ছেদ দ্বারা নির্ম্মল 'চেতঃ' মন 'সমাধীয়তাম্' অর্পণ কর 'কাম্যোৎপত্তিবশে' কামনার উৎপত্তি যাহার অধীন 'স্বধামনি' আত্মরূপ আশ্রয়ে 'যদি' যদি 'শ্রদ্ধেয়ম্' শ্রদ্ধার যোগ্য 'অস্মদ্বচঃ' আমাদের বাক্য। ৩৬॥

সমুদায় বিষয়ভোগই ভঙ্গুরস্বভাব, এবং তাহারি দ্বারা এই সংসার নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব হে মানবগণ! তোমরা কিসের নিমিত্ত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছ, আর ভ্রমণে প্রয়োজন নাই; যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস হয় তবে সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে নির্ম্মল করিয়া সকল কামনার আশ্রয় ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে আশ্রিত হও। ৩৬॥

ব্রহ্মেন্দ্রাদিমরুদ্গণাংস্তৃণগণান্ যত্র স্থিতো মন্যতে
যচ্ছাপাৎ বিরসা ভবন্তি বিষয়া স্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ।
বোধঃ কোঽপি স একএব পরমো নিত্যোদিতো জৃম্ভতে
ভোঃ সাধো ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ।৩৭॥

'ব্রহ্মেন্দ্রাদিমরুদ্গণান্' ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে 'তৃণ-গণান্' তৃণ সমূহ 'যত্র' যে স্থানে 'স্থিতঃ' স্থিত হইলে 'মন্যতে' বোধ হয় 'যচ্ছাপাৎ' যাহার শাপে 'বিরসাঃ' নীরস 'ভবন্তি' হয় 'বিভবাঃ' ঐশ্বর্য্য সকল 'ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ' ত্রিলোকের রাজ্যাদি 'বোধঃ' জ্ঞানস্বরূপ 'কঃ' অনির্ব্বচনীয় 'অপি' নিশ্চয় 'সঃ' সেই 'একঃ' কেবল 'এব' ই 'পরমঃ' উৎকৃষ্ট 'নিত্যোদিতঃ' সর্ব্বদা প্রকাশমান 'জৃম্ভতে' প্রকাশ পাইতেছে 'ভোঃ' হে 'সাধো' সাধু 'ক্ষণভঙ্গুরে' ক্ষণধ্বংসী 'তদিতরে' তদ্ভিন্ন 'ভোগে' বিষয়ে 'রতিং' আসক্তি 'মা' না 'কৃথাঃ' কর। ৩৭॥

যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণকে তৃণ-তুল্য বোধ হয়, যিনি রুষ্ট হইলে ত্রিলোকের রাজত্ব প্রভৃতি

সমস্ত সম্পত্তি নীরস হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানময় নি
প্রকাশমান এক পরমাত্মা সর্ব্বস্থানেই বিরাজ করিতেছে
হে সাধুগণ, তোমরা তদ্ভিন্ন অন্য কোন ক্ষণভঙ্গুর পদা
কদাপি আসক্ত হইও না। ৩৭॥

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রঞ্চ তৎ
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষৎ তা শ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উন্মত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহ স্তে বন্দিন স্তাঃ কথাঃ
সর্ব্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ। ৩৮॥

'সা' সেই 'রম্যা' মনোহর 'নগরী' পুরী 'মহান্' মহৎ 'সঃ' সেই 'নৃপতিঃ' রাজা 'সামন্তচক্রং' প্রান্তবর্ত্তী রাজগণ 'চ' এবং 'তৎ' সেই 'পার্শ্বে' একদেশে 'তস্য' তাহার 'চ' এবং 'সা' সেই 'বিদগ্ধ-পরিষৎ' পণ্ডিতসভা 'তাঃ' সেই 'চন্দ্রবিম্বাননাঃ' চন্দ্রমুখীসকল 'উন্মত্তঃ' ক্ষিপ্ত 'সঃ' সেই 'চ' এবং 'রাজপুত্রনিবহঃ' রাজকুমার-সমূহ 'তে' সেই 'বন্দিনঃ' স্তুতিপাঠকসকল 'তাঃ' সেই 'কথাঃ' কথাসকল 'সর্ব্বং' সমুদয় 'যস্য' যাহার 'বশাৎ' বশে 'অগাৎ' গিয়াছে 'স্মৃতিপথং' স্মরণ পথে 'কালায়' কালকে 'তস্মৈ' সেই 'নমঃ' নমস্কার। ৩৮॥

সেই মনোহর নগরী, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা, সে সকল সামন্তগণ, রাজার পার্শ্ববর্ত্তী সেই পণ্ডিতমণ্ডলী, সে চন্দ্রবদনা কামিনী সকল, সেই সমস্ত উন্মত্ত রাজপুত্রগণ, সে স্তুতিপাঠকবর্গ, এবং সেই সমুদায় প্রবন্ধ, এই সমস্ত পূর্ব্বত বস্তু যে কালের কবলে স্মরণপথে পতিত হইয়াছে সে মহাকালকে নমস্কার। ৩৮॥

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো
যত্রাপ্যেকস্তদনু বহবস্তত্র নৈকোঽপি চান্তে।
ইত্থঞ্চেমৌ রজনিদিবসৌ দোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ
কালঃ কাল্যা ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিশারৈঃ। ৩৯

'যত্র' যে 'অনেকঃ' বহু 'ক্বচিদপি' কোন 'গৃহে' আলয়ে 'তত্র' তথায় 'তিষ্ঠতি' স্থিতি করিতেছে 'অথ' অনন্তর 'একঃ' একাকী 'যত্র' যে 'অপি' ও 'একঃ' একজন 'তদনু' তৎপশ্চাৎ 'বহবঃ' অনেক 'তত্র' তথায় 'ন' না 'একঃ' এক জন 'অপি' ও 'চ' এবং 'অন্তে' প্রলয়কালে 'ইত্থং' এই প্রকারে 'চ' এবং 'ইমৌ' এই 'রজনিদিবসৌ' রাত্রি ও দিনকে 'দোলয়ন্' আন্দোলন করিয়া 'দ্বৌ' দুই 'ইব' যেন 'অক্ষৌ' পাশকদ্বয় 'কালঃ' মহাকাল 'কাল্যা' কালীর সহিত 'ভুবনফলকে' জগৎরূপ ফলকে 'ক্রীড়তি' ক্রীড়া করিতেছেন 'প্রাণিশারৈঃ' জন্তুগণ স্বরূপ বল দ্বারা। ৩৯॥

যে কোন গৃহে অনেকে অবস্থিতি করিত অধুনা তথায় এক ব্যক্তি মাত্র স্থিতি করিতেছে, এবং যে গৃহে এক ব্যক্তি ছিল কালক্রমে তথায় বহু লোক বাস করিতেছে, কিন্তু অন্তে এক জনও থাকিবেনা। এই প্রকারে মহাকাল কালীর সহিত জগৎফলকে রাত্রি দিবা রূপ পাশকদ্বয় আন্দোলন করিয়া প্রাণী স্বরূপ বল দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। ৩৯॥

আদিত্যস্য গতাগতৈ রহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং
ব্যাপারৈ র্বহুকার্য্যভারগুরুভিঃ কালো ন বিজ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ। ৪০॥

'আদিত্যস্য' সূর্য্যের 'গতাগতৈঃ' গমনাগমন দ্বারা 'অহরহঃ' প্রতিদিন 'সংক্ষীয়তে' ক্ষয় হইতেছে 'জীবনং' পরমায়ুঃ 'ব্যাপারৈঃ' ক্রিয়া দ্বারা 'বহুকার্য্যভারগুরুভিঃ' অনেক কর্ম্মের ভার হেতুক গুরু 'কালঃ' সময় 'ন' না 'বিজ্ঞায়তে' জ্ঞাত হইতেছে 'দৃষ্ট্বা' দেখিয়া 'জন্মজরাবিপত্তিমরণং' উৎপত্তি বৃদ্ধাবস্থা বিপত্তি ও মৃত্যু 'ত্রাসঃ' ভয় 'চ' এবং 'ন' না 'উৎপদ্যতে' জন্মিতেছে 'পীত্বা' পান করিয়া 'মোহময়ীং' মায়ারূপ 'প্রমাদমদিরাং' অনবধানতা রূপ মদিরা 'উন্মত্তভূতং' উন্মত্ত হইয়াছে 'জগৎ' ভুবন। ৪০॥

সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা প্রতিদিন পরমায়ুঃ ক্ষয় হইতে
প্রভূত গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কালও জ্ঞাত হইতে
না, প্রাণীমাত্রেরই জন্ম জরা বিপত্তি মৃত্যু দেখিয়া কাহা
ত্রাস জন্মিতেছে না; অতএব সমস্ত জগতই মায়া মদি
পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। ৪০॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ সএব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিন স্তথৈব নিভৃতং প্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈ রেবম্বিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহং ন জানীমহে। ৪১

'রাত্রিঃ' রজনী 'সা' সেই 'এব' ই 'পুনঃ' পুনর্ব্বার 'সঃ' সেই 'এব' ই 'দিবসঃ' দিন 'মত্বা' মানিয়া 'মুধা' বৃথা 'জন্তবঃ' জীবগণ 'ধাবন্তি' ধাবমান হইতেছে 'উদ্যমিনঃ' উদ্যোগবিশিষ্ট 'তথা' সেইরূপ 'এব' ই 'নিভৃতং' নির্জ্জনে 'প্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ' সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া 'ব্যাপারৈঃ' কার্য্যসমূহদ্বারা 'পুনরুক্ত-ভূতবিষয়ৈঃ' বারম্বার একপ্রকার বিষয়ক 'এবম্বিধেন' এইপ্রকার 'অমুনা' এই 'সংসারেণ' সংসারকর্ত্তৃক 'কদর্থিতাঃ' প্রতারিত 'বয়ম্' আমরা 'অহো' আশ্চর্য্য 'মোহং' অবিদ্যা 'ন' না 'জানী-মহে' জানিতেছি। ৪১॥

যে দিবারাত্র গত হইতেছে পুনর্ব্বার তাহাই আসিতে
এই প্রকার বৃথা মানিয়া জীবগণ উদ্যোগপূর্ব্বক নির্জ্জ
আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করিতেছে এবং বারম্বার এ
প্রকার ক্রিয়াতেই ব্যাপৃত হইতেছে, সংসার কর্ত্তৃক এ
রূপে প্রতারিত হইয়া আমরা অবিদ্যার প্রভাব কিছু
বুঝিতেছি না, কি আশ্চর্য্য! ৪১॥

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে
স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুর্ধর্ম্মোঽপি নোপার্জ্জিতঃ।
নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্। ৪২॥

'ন' না 'ধ্যাতং' ধ্যান করিয়াছি 'পদং' পদ 'ঈশ্বরস্য' ঈশ্বরের 'বিধিবৎ' যথাবিধি 'সংসারবিচ্ছিত্তয়ে' সংসার বিচ্ছেদের নিমিত্ত 'স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুঃ' স্বর্গদ্বারের কপাট উদ্ঘাটনে সমর্থ 'ধর্ম্মঃ' পুণ্য 'অপি' ও 'ন' না 'উপার্জ্জিতঃ' উপার্জ্জন করিয়াছি 'নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং' নারীদিগর পীন পয়োধর ও উরু-যুগল 'স্বপ্নে' স্বপ্নাবস্থায় 'অপি' ও 'ন' না 'আলিঙ্গিতং' আলিঙ্গন করিয়াছি 'মাতুঃ' জননীর 'কেবলং' কেবল 'এব' ই 'যৌবনবন-চ্ছেদে' যৌবনরূপ বনের ছেদনে 'কুঠারাঃ' কুঠার 'বয়ম্' আমরা। ৪২ ॥

সংসার বন্ধ মুক্তির নিমিত্ত যথাবিধি ব্রহ্মপদ ধ্যান করিলাম না, স্বর্গ দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন নিমিত্ত ধর্ম্মও উপার্জ্জন করিলাম না, নারীদিগের পীন পয়োধর ও উরুযুগল স্বপ্নেও আলিঙ্গন করিলাম না, কেবল জননীর যৌবনারণ্য ছিন্ন করিবার জন্য আমরা কুঠার স্বরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ৪২ ॥

নাভ্যস্তা ভুবি বাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা
খড্গাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদমনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ।
কান্তাকোমলপল্লবাধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে
তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ। ৪৩॥

'ন' না 'অভ্যস্তা' অভ্যাস করিলাম 'ভুবি' পৃথিবীতে 'বাদি-বৃন্দদমনী' প্রতিবাদীদিগের দমন কারিণী 'বিদ্যা' শাস্ত্রজ্ঞান 'বিনী-তোচিতা' বিনয়শালী ব্যক্তির কর্ত্তব্য 'খড্গাগ্রৈঃ' খড্গের অগ্র-ভাগ দ্বারা 'করিকুম্ভপীঠদমনৈঃ' হস্তীর কুম্ভপীঠের দমন কারী 'নাকং' স্বর্গে 'ন' না 'নীতং' পাওয়াইলাম 'যশঃ' কীর্ত্তি 'কান্তা-কোমলপল্লবাধররসঃ' কামিনীর কোমল পল্লবতুল্য অধরের রস 'পীতঃ' পান করিলাম 'ন' না 'চন্দ্রোদয়ে' চন্দ্র উদয় হইলে 'তারুণ্যং' যৌবনাবস্থা 'গতম্' গত হইল 'এব' ই 'নিষ্ফলম্' বিফল 'অহো' দুঃখসূচক 'শূন্যালয়ে' শূন্য গৃহে 'দীপবৎ' দীপতুল্য ।৪৩॥

এই ভূমণ্ডলে প্রতিবাদীদিগের দমনকারিণী অথচ বি
তজনের অবশ্যশিক্ষণীয়া বিদ্যার অভ্যাস করিলাম না, হ
কুম্ভপীঠের দমন সমর্থ খড়্গাগ্র দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত গা
কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিলাম না, চন্দ্রোদয়ে কামি
কোমল পল্লব তুল্য অধরের সুধা পান করিতেও পাই
না, কি দুঃখের বিষয়! আমাদের যৌবনাবস্থা শূন্য
দীপালোকের ন্যায় বিফলেই গমন করিল। ৪৩॥

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তঞ্চ নোপার্জ্জিতং
শুশ্রূষাপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিতা।
আলোলায়তলোচনা যুবতয়ঃ স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোঽয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রেষিতঃ।৪

'বিদ্যা' শাস্ত্র জ্ঞান 'ন' না 'অধিগতা' প্রাপ্ত হইলাম 'কলঙ্ক
রহিতা' নিষ্কলঙ্ক 'বিত্তং' ধন 'চ' এবং 'ন' না 'উপার্জ্জিতং' উপার্জ
করিলাম 'শুশ্রূষা' সেবা 'অপি' ও 'সমাহিতেন' নিবিষ্ট 'মনস
মনে 'পিত্রোঃ' পিতা মাতার 'ন' না 'সম্পাদিতা' করিলাম 'আলো
লায়তলোচনাঃ' ঈষৎ চঞ্চল দীর্ঘ নয়ন 'যুবতয়ঃ' যুবতীদিগকে
'স্বপ্নে' স্বপ্নাবস্থায় 'অপি' ও 'ন' না 'আলিঙ্গিতাঃ' আলিঙ্গন করি
লাম 'কালঃ' জীবনকাল 'অয়ং' এই 'পরপিণ্ডলোলুপতয়া' পরে
অন্নে সাতিশয় লোভী 'কাকৈঃ' কাক 'ইব' ন্যায় 'প্রেষিতঃ
প্রেরিত হইল। ৪৪॥

নিষ্কলঙ্ক বিদ্যা লাভ করিতে পারিলাম না, ধন উপার্জ
করিতে পারিলাম না, নিবিষ্টমনে পিতা মাতার সেবা করিত
পারিলাম না, চঞ্চল-দীর্ঘ-নয়না যুবতী দিগকে স্বপ্নে
আলিঙ্গন করিলাম না, আমরা কাকের ন্যায় কেব
পরান্ন ভোজনে লোলুপ হইয়া এই জীবন কাল যাপ
করিলাম। ৪৪॥

বয়ং যেভ্যো জাতা শ্চিরপরিগতা এব খলু তে
সমা যে ঽস্মাকং বা স্মৃতিবিষয়তাং তেঽপি গমিতাঃ।
বয়ং সম্প্রত্যেতে প্রতিদিবসমাসন্নপতনাঃ
গতা স্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ। ৪৫ ॥

'বয়ং' আমরা 'যেভ্যঃ' যাঁহাদের হইতে 'জাতাঃ' জন্মিয়াছি 'চিরপরিগতাঃ' বহুকাল গিয়াছেন 'এব' ই 'খলু' নিশ্চয় 'তে' তাঁহারা 'সমাঃ' সমবয়স্ক 'যে' যাহারা 'অস্মাকং' আমাদের 'বা' অথবা 'স্মৃতিবিষয়তাং' স্মরণের বিষয়ত্ব 'তে' তাহারা 'অপি' ও 'গমিতাঃ' পাইয়াছে 'বয়ং' আমরা 'সম্প্রতি' এক্ষণে 'এতে' এই 'প্রতিদিবসম্' প্রতিদিন 'আসন্নপতনাঃ' নিকট পতন 'গতাঃ' পাইয়াছি 'তুল্যাবস্থাং' সমান অবস্থা 'সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ' বালুকাময় নদীতীরস্থ বৃক্ষের। ৪৫ ॥

আমরা যাঁহাদের হইতে জন্মিয়াছি বহুকাল হইল তাঁহারা গত হইয়াছেন, যাঁহারা আমাদের সমবয়স্ক তাঁহারাও স্মৃতিপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু আমরা এক্ষণে বালুকাময় নদীতীরস্থিত তরুর তুল্য হইয়াছি, প্রতিদিনই পতন-নিকটবর্ত্তী হইতেছি। ৪৫ ॥

আয়ু র্ব্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং গতং
তস্যার্দ্ধস্য পরস্য চার্দ্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভি র্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্। ৪৬॥

'আয়ুঃ' জীবিতকাল 'বর্ষশতং' একশত বৎসর 'নৃণাং' মনুষ্যদিগের 'পরিমিতং' পরিমাণ হইয়াছে 'রাত্রৌ' রজনীতে 'তদর্দ্ধং' তাহার অর্দ্ধ 'গতং' গত হইল 'তস্য' সেই 'অর্দ্ধস্য' অর্দ্ধের 'পরস্য' অন্য 'চ' এবং 'অর্দ্ধম্' অর্দ্ধ 'অপরং' অপর 'বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ' বাল্যাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থাতে 'শেষং' অবশিষ্ট 'ব্যাধিবিয়োগ-

দুঃখসহিতং' রোগ ও বিচ্ছেদদুঃখের সহিত 'সেবাদিভিঃ' সেবাদি দ্বারা 'নীয়তে' যাপন হইতেছে 'জীবে' জীবনকালে 'বারিতরঙ্গ চঞ্চলতরে' জলের তরঙ্গ তুল্য সাতিশয় চঞ্চল 'সৌখ্যং' সুখ 'কুতঃ কোথায় 'প্রাণিনাম্' প্রাণীদিগের। ৪৬॥

মনুষ্যের জীবনকাল ঊর্দ্ধসংখ্যা শতবর্ষ, তাহার অর্দ্ধভ নিদ্রাবস্থায় গত হয়, অন্যার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ বাল্যাবস্থা ও বৃদ্ধ বস্থায় যায়, অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা রহিল তাহাও ব্য ও বিয়োগের দুঃখে ব্যথিত হইয়া পরের উপাসনাদি কা নীত হয়; সুতরাং প্রাণী দিগের জলতরঙ্গ তুল্য চঞ্চল এ জীবন কালের মধ্যে সুখ সম্ভোগ কোথায়? । ৪৬॥

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততনুঃ
নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্। ৪৭॥

'ক্ষণং' কিয়ৎকাল 'বালঃ' বালক 'ভূত্বা' হইয়া 'ক্ষণম্' ক্ষণকাল 'অপি' ও 'যুবা' যৌবনাবস্থ 'কামরসিকঃ' কামরসজ্ঞ 'ক্ষণং কিছু কাল 'বিত্তৈঃ' ধন 'হীনঃ' রহিত 'ক্ষণং' কিঞ্চিৎকাল 'অপি ও 'চ' এবং 'সম্পূর্ণবিভবঃ' অতুল ঐশ্বর্য্যশালী 'জরাজীর্ণৈঃ' বৃদ্ধা বস্থায় ক্ষীণ 'অঙ্গৈঃ' অঙ্গ বিশিষ্ট 'নটঃ' নানাবেশধারী 'ইব ন্যায় 'বলীমণ্ডিততনুঃ' লোল মাংসে ভূষিত শরীর 'নরঃ' মনুষ 'সংসারান্তে' সংসার অবসানে 'বিশতি' প্রবেশ করে 'যমধানী যবনিকাম্' যমালয় রূপ তিরস্করিণীর মধ্যে। ৪৭॥

কখন বালক, কখন যুবা, কখন নির্ধন, কখন বা বিপু ধনবান্ এবং শেষাবস্থায় জরাজীর্ণ অঙ্গের সহিত মনু গণ, নানাবেশধারী নৃত্যকারী নটের ন্যায় যমালয়রূপ যবা কার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ৪৭॥

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ।
ইত্থং মানধনাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং
যদ্যস্মাসু পরাঙ্মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ।৪৮॥

'ত্বং' তুমি 'রাজা' ভূপতি 'বয়ম্' আমরা 'অপি' ও 'উপাসিত-গুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ' গুরুর উপাসনাবশতঃ লব্ধ জ্ঞানের অভিমানে উন্নত 'খ্যাতঃ' বিখ্যাত 'ত্বং' তুমি 'বিভবৈঃ' সম্পত্তি দ্বারা 'যশাংসি' সুখ্যাতি 'কবয়ঃ' কবিগণ 'দিক্ষু' নানাদিকে 'প্রতন্বন্তি' বিস্তার করিতেছেন 'নঃ' আমাদের 'ইত্থং' এইরূপ 'মানধনাতি-দূরম্' মান ও ধন দ্বারা অত্যন্ত অন্তর 'উভযোঃ' উভয়ের 'অপি' ও 'আবয়োঃ' আমাদিগের 'অন্তরং' প্রভেদ 'যদি' যদি 'অস্মাসু' আমাদের প্রতি 'পরাঙ্মুখঃ' বিমুখ 'অসি' হও 'বয়ম্' আমরা 'অপি' ও 'একান্ততঃ' নিতান্ত 'নিস্পৃহাঃ' স্পৃহা শূন্য। ৪৮॥

তুমি রাজা বলিয়া উন্নত, আমরাও গুরুলব্ধ জ্ঞানাভি-মানে উন্নত; তুমি ধন সম্পত্তি দ্বারা বিখ্যাত, আমাদেরও সুখ্যাতি কবিগণ নানা দিকে বিস্তার করিয়া থাকেন; এইরূপ মান ও ধন দ্বারা তোমাতে আমাতে অত্যন্ত প্রভেদ, যদি তুমি আমাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইতে পার বটে, কিন্তু আমরাও নিতান্ত নিস্পৃহ (অর্থাৎ তোমার নিকট কোন অভিলাষ রাখি না)। ৪৮॥

অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা
মণৌ বা লোষ্টে বা কুসুমশয়নে বা দৃশদি বা।
তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ
কদা পুণ্যেঽরণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ। ৪৯॥

'অহৌ' সর্পে 'বা' অথবা 'হারে' ভূষণ বিশেষে 'বা' অথবা 'বল-বতি' বলবান্ 'রিপৌ' শত্রুতে 'বা' অথবা 'সুহৃদি' বান্ধবে 'বা'

অথবা 'মণৌ' রত্ন বিশেষে 'বা' অথবা 'লোষ্টে' মৃৎপিণ্ডে 'বা অথবা 'কুসুমশয়নে' পুষ্পশয্যায় 'বা' অথবা 'দৃশদি' প্রস্তরে 'বা' অথবা 'তৃণে' তৃণেতে 'বা' অথবা 'স্ত্রৈণে' কান্তাসক্ত ব্যক্তিতে 'বা' অথবা 'মম' আমার 'সমদৃশঃ' সমদর্শী 'যান্তি' যাইবে 'দিবসাঃ' দিন সকল 'কদা' কবে 'পুণ্যে' পবিত্র 'অরণ্যে বনে 'শিব শিব-শিবেতি' শিব শিব শিব এই 'প্রলপতঃ' বলিতে বলিতে। ৪৯॥

সর্পে বা হারে, শত্রু বা মিত্রে, রত্নখণ্ডে বা মৃৎপিণ্ডে পুষ্পশয়নে বা প্রস্তরে, তৃণে বা স্ত্রৈণ জনে, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া পুনঃপুনঃ শিব নাম করত পুণ্য অরণ্য মধ্যে কবে আমার দিন সকল অতিবাহিত হইবেক ? । ৪৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ। ৫০ ॥

'একাকী' একক 'নিস্পৃহঃ' কামনা শূন্য 'শান্তঃ' শান্তিযুক্ত 'পাণিপাত্রঃ' হস্ত পাত্র 'দিগম্বরঃ' নগ্ন 'কদা' কবে 'শম্ভো' হে শিব 'ভবিষ্যামি' হইব 'কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ' পাপ পুণ্য নির্ম্মূলনে সমর্থ।৫০॥

হে শিব ! কবে আমি একাকী, স্পৃহা শূন্য, সদা শান্তিযুক্ত, দিগম্বর হইয়া পাপ পুণ্য সমূহের নির্ম্মূলনে সমর্থ হইব এবং হস্তদ্বয় মাত্র আমার ভোজনপাত্র স্বরূপ থাকিবেক।৫০॥

পাণিং পাত্রয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষ্যেণ সন্তুষ্যতাং
যত্র ক্বাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্।
অত্যাগেঽপি তনোরখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃহাং
মর্ত্ত্যঃ কোপি শিবপ্রসাদসুলভাং সম্পৎস্যতে যোগিনাম্।৫১

'পাণিং' হস্তকে 'পাত্রয়তাং' পাত্র করিতেছেন 'নিসর্গশুচিনা' স্বাভাবিক শুদ্ধ 'ভৈক্ষ্যেণ' ভিক্ষান্নের দ্বারা 'সন্তুষ্যতাং' সন্তুষ্ট হইতেছেন 'যত্র' যে 'ক্বাপি' কোন স্থানে 'নিষীদতাং' উপবেশন

'করিতেছেন' 'বহুতৃণং' বহুবিধ তৃণ বিশিষ্ট 'বিশ্বং' জগৎ 'মুহুঃ' বারম্বার 'পশ্যতাম্' দর্শন করিতেছেন 'অত্যাগে' ধ্বংস না হইলে 'অপি' ও 'তনোঃ' শরীরের 'অখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃহাং' পূর্ণানন্দময় ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা 'মর্ত্যঃ' মনুষ্য 'কোঽপি' কোন 'শিবপ্রসাদসুলভাং' শিবের প্রসন্নতায় সুলভ 'সম্পৎস্যতে' প্রাপ্ত হইবে 'যোগিনাম্' যোগিদিগের। ৫১॥

যোগীগণ আপন হস্তকে পাত্র করিতেছেন, স্বভাবশুদ্ধ ভিক্ষান্ন দ্বারা সন্তুষ্ট হইতেছেন, যে কোন স্থলেই উপবেশন করিতেছেন, বারম্বার বহুবিধ তৃণ যুক্ত জগৎ দর্শন করিতে-ছেন। পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানের বাঞ্ছা করিতেছেন, কোন অনির্ব্বচনীয় মনুষ্য শরীর পতনের পূর্ব্বেই শিবের প্রসন্নতায় সুলভা যোগীদিগের তাদৃশী বাঞ্ছা প্রাপ্ত হইবেন। ৫১॥

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরামীশ্মহে যাবদর্থং
শূরস্ত্বং বাদিদর্পজ্বরশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং মে।
সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামাঃ
ময্যপ্যাস্থা ন তে চেৎ ত্বয়ি মম নিতরামেব রাজন্ গতাসীৎ॥৫২

'অর্থানাম্' ধনের 'ঈশিষে' ঈশ্বর 'ত্বং' তুমি 'বয়ম' আমরা 'অপি চ' ও 'গিরাম্' বাক্যের 'ঈশ্মহে' ঈশ্বর 'যাবদর্থং' অর্থযুক্ত 'শূরঃ' বীর 'ত্বং' তুমি 'বাদিদর্পজ্বরশমনবিধৌ' প্রতিবাদীদিগের অহঙ্কার জ্বরের ধ্বংস বিষয়ে 'অক্ষয়ং' ক্ষয়হীন 'পাটবং' পটুতা 'মে' আমার 'সেবন্তে' সেবা করে 'ত্বাং' তোমাকে 'ধনাঢ্যাঃ' ধনিরা 'মতিমলহতয়ে' মনোমালিন্যবিনাশার্থ 'মাম্' আমাকে 'অপি' ও 'শ্রোতুকামাঃ' শ্রবণেচ্ছাযুক্ত 'ময়ি' আমার প্রতি 'অপি' ও 'আস্থা' যত্ন 'ন' না 'তে' তোমার 'চেৎ' যদি 'ত্বয়ি' তোমার প্রতি 'মম' আমার 'নিতরাং' নিতান্ত 'এব' ই 'রাজন্' হে ভূপতে 'গতা' বিগত 'আসীৎ' হইয়াছে। ৫২॥

হে রাজন্! তুমি অর্থের ঈশ্বর, আমিও অর্থযুক্ত বাক্যেঃ ঈশ্বর; তুমি বলবান্, আমিও প্রতিবাদীদিগের দর্প জ্বর বি- নাশে সমর্থ; ধনীরা তোমাকে সেবা করে, শুশ্রূষু ব্যক্তির মনো মালিন্য বিনাশার্থ আমাকেও সেবা করিয়া থাকে; যদি আমার প্রতি তোমার যত্ন না হয়, তোমার প্রতিও আমার নিতান্ত অযত্ন হইল। ৫২॥

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈ স্ত্বং দুকূলৈঃ
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ।
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ। ৫৩॥

'বয়ং' আমরা 'ইহ' এই জগতে 'পরিতুষ্টাঃ' সন্তুষ্ট হইয়াছি 'বল্কলৈঃ' বৃক্ষত্বক্ দ্বারা 'ত্বং' তুমি 'দুকূলৈঃ' পট্টবস্ত্র দ্বারা 'সমঃ' তুল্য 'ইহ' এই ভুবনে 'পরিতোষঃ' সন্তোষ 'নির্ব্বিশেষঃ' অভেদ জ্ঞান 'বিশেষঃ' প্রভেদ 'সঃ' সেই 'তু' কিন্তু 'ভবতু' হয় 'দরিদ্রঃ' নির্ধন 'যস্য' যাহার 'তৃষ্ণা' আশা 'বিশালা' বলবতী 'মনসি' মন 'চ' এবং 'পরিতুষ্টে' সন্তুষ্ট থাকিলে 'কঃ' কে 'অর্থবান্' ধনবান্ 'কঃ' কে 'দরিদ্রঃ' নির্ধন। ৫৩॥

এই পৃথিবীতে আমরা বল্কল পরিধানে পরিতুষ্ট হই- য়াছি, তুমি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছ; অতএব সন্তোষ বিষয়ে তোমাতে আমাতে কিছুই বিশেষ নাই, কেবল এই জগতে অভেদ জ্ঞানই আমার বিশেষ; ফলতঃ যাহার তৃষ্ণা বলবতী সেই ব্যক্তিই দরিদ্র, মন পরিতুষ্ট থাকিলে কে ধনবান্ কে দরিদ্র? । ৫৩॥

ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং
শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলে চ।
ধনলবমধুপানভ্রান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্
অবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জনানাম্। ৫৪॥

'ফলং' ফল 'অলম্' উপযুক্ত 'অশনায়' ভোজনের নিমিত্ত 'স্বাদু' মিষ্ট 'পানায়' পানার্থ 'তোয়ং' জল 'শয়নম্' শয়ন 'অবনিপৃষ্ঠে' ভূতলে 'বাসসী' বস্ত্রযুগল 'বল্কলে' বল্কল যুগল 'চ' এবং 'ধনলবমধুপানভ্রান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্' যৎকিঞ্চিৎ ধনরূপ মধু পানে যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্ত হইয়াছে 'অবিনয়ম্' ঔদ্ধত্য 'অনুমন্তুং' অনুমতি করিতে 'ন' না 'উৎসহে' উৎসাহ করি 'দুর্জনানাং' দুর্জনদিগের। ৫৪॥

ভোজনের নিমিত্ত অপর্য্যাপ্ত সুস্বাদ ফল ও পানার্থ মধুর জল এবং শয়নার্থ ভূতল ও পরিধানার্থ বল্কল যুগল প্রস্তুত রহিয়াছে, অতএব যৎকিঞ্চিৎ ধন রূপ মদ্য পান দ্বারা অবশেন্দ্রিয় দুর্জনদিগের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে কোন মতেই উৎসাহ করি না। ৫৪॥

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষা-মাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ। ৫৫॥

'অশ্নীমহি' ভোজন করি 'বয়ং' আমরা 'ভিক্ষাম্' ভিক্ষান্ন 'আশাবাসঃ' দিকরূপ বস্ত্র 'বসীমহি' পরিধান করি 'শয়ীমহি' শয়ন করি 'মহীপৃষ্ঠে' ভূতলে 'কুর্ব্বীমহি' করিব 'কিম্' কি 'ঈশ্বরৈঃ' ধনবান্ ব্যক্তি দ্বারা। ৫৫॥

আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন করি, সদা দিগম্বর থাকি, ভূতলে শয়ন করি, ধনবান্দিগের নিকট কি প্রয়োজন?। ৫৫॥

ন নটা ন বিটা ন গায়কা নচ সভ্যেতরবাদচুঞ্চবঃ।
নৃপ সংসদি তে হত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ।৫৬॥

'ন' না 'নটাঃ' নর্ত্তকগণ 'ন' না 'বিটাঃ' ধূর্ত্তসকল 'ন' না 'গায়কাঃ' গায়কগণ 'ন' না 'চ' এবং 'সভ্যেতরবাদচুঞ্চবঃ' অসভ্য বাক্য কথনে বিখ্যাত 'নৃপ' হে রাজন্ 'সংসদি' সভায় 'তে' তোমার 'অত্র' এই 'কে' কে 'বয়ং' আমরা 'স্তনভারানমিতাঃ' স্তনের ভারে নম্রীভূতা 'ন' না 'যোষিতঃ' যুবতি গণ। ৫৬॥

আমরা নর্ত্তক নহি, ধূর্ত্ত নহি, গায়ক নহি, অসভ্য বা কথনে বিখ্যাত নহি, এবং পীনস্তনী যুবতীও নহি, হে রাজ তবে আমরা তোমার এই সভায় কে? (অর্থাৎ তোমার সভ উপযুক্ত নহি)। ৫৬॥

বিপুলহৃদয়ৈরীশৈঃ কৈশ্চিৎ জগৎ জনিতং পুরা
বিধৃতমপরৈর্দত্তঞ্চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা।
ইহ হি ভুবনান্যন্যে বীরাশ্চতুর্দ্দশ ভুঞ্জতে
কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং কএষমদজ্বরঃ। ৫৭॥

'বিপুলহৃদয়ৈঃ' মহাশয় 'ঈশৈঃ' ঈশ্বর 'কৈশ্চিৎ' কোন 'জগৎ' বিশ্ব 'জনিতং' উৎপন্ন করিয়াছেন্ 'পুরা' পূর্ব্বকালে 'বিধৃতম্' ধারণ করিয়াছেন 'অপরৈঃ' অন্য 'দত্তং' দান করিয়াছেন 'চ' এবং 'অন্যৈঃ' অন্য 'বিজিত্য' জয় করিয়া 'তৃণং' তৃণ 'যথা' ন্যায় 'ইহ' এক্ষণে 'হি' নিশ্চয় 'ভুবনানি' ভুবন 'অন্যে' অন্য 'বীরাঃ' বীর-পুরুষেরা 'চতুর্দ্দশ' চৌদ্দ 'ভুঞ্জতে' ভোগ করিতেছেন 'কতিপয়-পুরস্বাম্যে' কতগুলি গ্রামের আধিপত্যে 'কঃ' কি 'এষঃ' এই 'মদ-জ্বরঃ' মত্ততার উত্তাপ। ৫৭॥

পূর্ব্বকালে কোন মহেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কোন কোন ব্যক্তি পালন করিয়াছেন, কেহ বা ইহা জয় করিয় তৃণ জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থিসাৎ করিয়াছেন; এক্ষণেও কোন কো বীরপুরুষেরা চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগ করিতেছেন, তবে কতক গুলি গ্রামের আধিপত্য পাইয়া পুরুষদিগের কি নিমিত এত মত্ততার উত্তাপ? বলিতে পারি না!। ৫৭॥

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি চ যাতং নৃপশতৈঃ
ভুবস্তস্যা লাভে কইহ বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাম্।
তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়বলেশেঽপি পতয়ো
বিষাদে কর্ত্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্। ৫৮॥

'অভুক্তায়াং' ভোগ না করিয়া 'যস্যাং' যাহা 'ক্ষণম্' ক্ষণকাল 'অপিচ' ও 'যাতং' গত হইয়াছে 'নৃপশতৈঃ' শত শত রাজারা 'ভুবঃ' পৃথিবীর 'তস্যাঃ' সেই 'লাভে' লাভ হইলে 'কঃ' কি 'ইহ' জগতে 'বহুমানঃ' অধিক মান 'ক্ষিতিভৃতাম্' ভূপতিদিগের 'তদংশস্য' তাহার অংশের 'অপি' ও 'অংশে' খণ্ডে 'তদবয়বলেশে' তাহার অবয়বের কিঞ্চিন্মাত্রে 'অপি' ও 'পতয়ঃ' পতি হইয়া 'বিষাদে' দুঃখ 'কর্ত্তব্যে' করা উচিত 'বিদধতি' করে 'জড়াঃ' মূর্খ 'প্রত্যুত' বৈপরীত্যে 'মুদম্' আহ্লাদ। ৫৮॥

যে পৃথিবীকে ক্ষণমাত্রও ভোগ করিতে না পাইয়া শত শত রাজারা গত হইয়াছেন, সেই পৃথিবীর লাভে তাহাদিগের এতই কি বহুতর মান হইতে পারে?। বিশেষতঃ সেই পৃথিবীর শত শত অংশের একাংশ মাত্রের পতি হইয়া দুঃখ প্রকাশ করাই উচিত, প্রত্যুত মূর্খেরা আহ্লাদই প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫৮॥

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহুধা
প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি হৃদয় ক্লেশমফলম্।
প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তামণিগুণে
বিবিক্তে সঙ্কল্পে কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে।৫৯॥

'পরেষাং' অন্য অন্য ব্যক্তির 'চেতাংসি' মনকে 'প্রতিদিবসম্' প্রত্যহ 'আরাধ্য' আরাধনা করিয়া 'বহুধা' বহুপ্রকার 'প্রসাদং' প্রসন্নতা 'কিং' কেন 'নেতুং' লাভ করিবার নিমিত্ত 'বিশসি' প্রবেশ করিতেছ 'হৃদয়' হে মন 'ক্লেশম্' ক্লেশ 'অফলম্' বৃথা 'প্রসন্নে' প্রসন্ন হইলে 'ত্বয়ি' তুমি 'অন্তঃস্বয়মুদিতচিন্তামণিগুণে' অন্তরে স্বয়ং উৎপন্ন চিন্তামণিস্বরূপ গুণ 'বিবিক্তে' বিবেচিত 'সঙ্কল্পে' সঙ্কল্পস্বরূপ 'কিং' কি 'অভিলষিতং' অভিলাষ 'পুষ্যতি' জন্মে 'ন' না 'তে' তোমার। ৫৯॥

হে চিত্ত! তুমি প্রসাদ লাভের প্রত্যাশায় প্রত্যহ অন্য ব্যক্তির বহুপ্রকার মনস্তুষ্টি করিয়া কেন বৃথা ক্লেশ পাইতেছ?।

তুমি নিজে প্রসন্ন হইলে, তুমি নিজে শান্ত হইলে চিন্তামণি
রূপ গুণ স্বয়ং অন্তরে উদয় হইবে, তাহা হইলে তোমার
কি অভিলষিত সিদ্ধি না হইবে?। ৫৯॥

পরিভ্রমসি কিং বৃথা ক্বচন চিত্ত বিশ্রাম্যতাম্
স্বয়ং ভবতি যদ্যথা ভবতি নান্যথা তত্তথা।
অতীতমপি ন স্মরন্নপিচ ভাব্যসঙ্কল্পয়ন্
অতর্কিতগমাগমাননুভবস্ব ভোগানিহ। ৬০॥

'পরিভ্রমসি' ভ্রমণ করিতেছ 'কিং' কেন 'বৃথা' বিফল 'ক্বচন' কোন স্থানে 'চিত্ত' হে মন 'বিশ্রাম্যতাং' বিশ্রাম কর 'স্বয়ং' আপনি 'ভবতি' হয় 'যৎ' যাহা 'যথা' যে প্রকার 'ভবতি' হয় 'ন' না 'অন্যথা' অন্যপ্রকার 'তৎ' তাহা 'তথা' সেই প্রকার 'অতীতম্' ভূত 'অপি' ও 'ন' না 'স্মরন্' স্মরণ করিয়া 'অপিচ' এবং 'ভাবি' ভবিষ্যং 'অসঙ্কল্পয়ন্' চিন্তা না করিয়া 'অতর্কিতগমাগমান্' অননুভূত গমনাগমন বিশিষ্ট 'অনুভবস্ব' অনুভব কর 'ভোগান্' বিষয় ভোগ 'ইহ' এই সংসারে। ৬০॥

হে মন! তুমি কেন বৃথা ভ্রমণ করিতেছ? কোন নিরূপিত স্থানে বিশ্রাম কর, স্বয়ংই যাহা যেরূপ হইবেক কদাপি তাহার অন্যথা হইবেক না। অতএব গতানুসূচনা ও ভবিষ্যৎকল্পনা না করিয়া এই সংসারে উপস্থিত বিষয় সকল ভোগ কর। বিষয়ের স্থিতি বা অস্থিতি অগ্রে কেহই স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না। ৬০॥

এতস্মাৎ বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকাদাশ্রয়াৎ
শ্রেয়োমার্গমশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ।
আত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং মতিং
মা ভূয়োভজ ভঙ্গুরাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাধুনা। ৬১॥

'এতস্মাৎ' এই 'বিরম' বিশ্রাম কর 'ইন্দ্রিয়ার্থগহনাৎ' ইন্দ্রিয়-ভোগ্য পদার্থে নিবিড় 'আয়াসকাৎ' আয়াসজনক 'আশ্রয়াৎ' স্থান হইতে 'শ্রেয়োমার্গম্' মুক্তিমার্গ 'অশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং' নানা দুঃখের শমন কর্ম্মে পটু 'ক্ষণাৎ' ক্ষণমাত্রেই 'আত্মীভাবম্' আত্মস্বরূপ 'উপৈহি' প্রাপ্ত হও 'সন্ত্যজ' ত্যাগ কর 'নিজাং' স্বকীয় 'কল্লোললোলাং' তরঙ্গতুল্য চঞ্চল 'মতিং' বুদ্ধি 'মা' না 'ভূয়ঃ' পুনর্ব্বার 'ভজ' ভজনা কর 'ভঙ্গুরাং' ভঙ্গশীল 'ভবরতিং' সংসার-বাসনা 'চেতঃ' হে চিত্ত 'প্রসীদ' প্রসন্ন হও 'অধুনা' এক্ষণে। ৬১ ॥

হে চিত্ত! এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থে পরিপূর্ণ ও আয়াস-জনক স্থান হইতে প্রস্থান কর, শীঘ্র অশেষ দুঃখ দমনে দক্ষ মুক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ কর, আত্মস্বরূপ অবগত হও, স্বীয় তরঙ্গচঞ্চলা বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, হে মন! এক্ষণে প্রসন্ন হও, যেন আর পুনর্ব্বার সংসারে আসক্ত হইতে না হয়। ৬১ ॥

মোহং মার্জ্জয় তামুপাশ্রয় রতিং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণৌ
চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবি ব্যাসঙ্গমঙ্গীকুরু।
কো বা বীচিষু বুদ্বুদেষু চ তড়িল্লেখাসু চ শ্রীষু চ
জ্বালাগ্রেষু চ পন্নগেষু চ সরিদ্বর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ।৬২॥

'মোহং' মায়া 'মার্জ্জয়' ত্যাগকর 'তাম্' সেই 'উপাশ্রয়' আশ্রয় কর 'রতিং' অনুরাগ 'চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণৌ' অর্দ্ধচন্দ্রভূষণে 'চেতঃ' হে মন 'স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবি' গঙ্গার তটভূমিতে 'ব্যাসঙ্গম্' আশ্রম 'অঙ্গীকুরু' স্বীকার কর 'কঃ' কি 'বা' ই 'বীচিষু' তরঙ্গেতে 'বুদ্বুদেষু' জলবিম্বেতে 'চ' এবং 'তড়িল্লেখাসু' বিদ্যুল্লতাতে 'চ' এবং 'শ্রীষু' সম্পত্তিতে 'চ' এবং 'জ্বালাগ্রেষু' অগ্নিশিখার অগ্রভাগে 'চ' এবং 'পন্নগেষু' সর্পেতে 'চ' এবং 'সরিদ্বর্গেষু' নদী সমূহে 'চ' এবং 'প্রত্যয়ঃ' বিশ্বাস। ৬২॥

হে মন, মায়া ত্যাগ কর, পরমেশ্বরে অনুরক্ত হও, গঙ্গার তটভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ কর; তরঙ্গে, জলবিম্বে, বিদ্যুল্লতায় বা সম্পত্তিতে এবং অগ্নিজ্বালার অগ্রভাগে আর সর্পে ও নদী সমূহে বিশ্বাস কি? (অর্থাৎ তরঙ্গাদির ন্যায় সকলই ক্ষণধ্বংসী এবং সর্প ও নদীর ন্যায় সকলই অপকারী)। ৬২ ॥

চেত শ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া
ভূপালভ্রূকুটীকুটীরবিহরব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্।
কন্থাকঞ্চুকিতাঃ প্রবিশ্য ভবনদ্বারাণি বারাণসী-
রথ্যাপংক্তিষু পাণিপাত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে।৬৩॥

'চেতঃ' হে চিত্ত 'চিন্তয়' চিন্তা কর 'মা' না 'রমাং' সম্পত্তি 'সকৃৎ' একবার 'ইমাং' এই 'অস্থায়িনীম্' অস্থিরা 'আস্থয়া' যত্ন-দ্বারা 'ভূপালভ্রূকুটীকুটীরবিহরব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্' রাজাদিগের ভ্রূভঙ্গীরূপ গৃহে বিহার কার্য্যে বারনারী 'কন্থাকঞ্চুকিতাঃ' কন্থায় আবৃত 'প্রবিশ্য' প্রবেশ করিয়া 'ভবনদ্বারাণি' গৃহ দ্বারে 'বারা-ণসীরথ্যাপংক্তিষু' কাশীর পথশ্রেণীতে 'পাণিপাত্রপতিতাং' হস্ত-রূপ পাত্রে পতিত 'ভিক্ষাম্' যাচিত দ্রব্য 'অপেক্ষামহে' অপেক্ষা করিতেছি। ৬৩ ॥

হে চিত্ত! তুমি ভূপালদিগের ভ্রূভঙ্গীরূপ মন্দিরে বিহা-রকারিণী বারাঙ্গনা স্বরূপ এই চঞ্চলা সম্পত্তিকে একবারও আদরপূর্ব্বক চিন্তা করিও না, আমি কন্থাবৃত শরীরে বারাণ-সীর পথপ্রান্তবর্ত্তী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক হস্তে পতিত ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিতেছি। ৬৩ ॥

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাৎ লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্।
যদ্যস্ত্যেবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নো চেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ।৬৪॥

'অগ্রে' সম্মুখে 'গীতং' গান 'সরসকবয়ঃ' রসজ্ঞ কবিগণ 'পার্শ্বয়োঃ' উভয় পার্শ্বে 'দাক্ষিণাত্যাঃ' দক্ষিণদেশীয় 'পশ্চাৎ' পশ্চাদ্ভাগে 'লীলাবলয়রণিতং' সলীল বলয় ধ্বনি 'চামরগ্রাহিণী-নাম্' চামরধারিণী দিগের 'যদি' যদি 'অস্তি' হয় 'এবং' এমন 'কুরু' কর 'ভবরসাস্বাদনে' সংসার রসের আস্বাদনে 'লম্পটত্বং' লাম্পট্য 'নো' না 'চেৎ' যদি 'চেতঃ' হে চিত্ত 'প্রবিশ' প্রবেশ কর 'সহসা' শীঘ্রই 'নির্ব্বিকল্পে' নির্ব্বিকল্প 'সমাধৌ' ধ্যানেতে। ৬৪ ॥

যদি সম্মুখে মধুর সঙ্গীত, উভয় পার্শ্বে রসজ্ঞ দক্ষিণ-দেশীয় কবিগণ, পশ্চাৎভাগে চামরধারিণী কামিনী দিগের বলয়ধ্বনি বিদ্যমান থাকে, তবে হে মন! তুমি সংসার সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হও; নতুবা অবিলম্বে একতান মনে পরমেশ্বর ধ্যানে নিবিষ্ট হও। ৬৪ ॥

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘা স্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবা স্ততঃ কিং
কল্পং স্থিতাস্তনুভৃতাং তনব স্ততঃ কিম্। ৬৫ ॥

'প্রাপ্তাঃ' প্রাপ্ত হইয়াছি 'শ্রিয়ঃ' সম্পত্তি সকল 'সকলকাম-দুঘাঃ' সর্ব্ব কামনা সিদ্ধিকারী 'ততঃ' তাহাতে 'কিং' কি 'ন্যস্তং' অর্পণ করিয়াছি 'পদং' চরণ 'শিরসি' মস্তকে 'বিদ্বিষতাং' শত্রু-বর্গের 'ততঃ' তাহাতে 'কিম্' কি 'সম্পাদিতাঃ' সম্পন্ন করিয়াছি 'প্রণয়িনঃ' বন্ধুর 'বিভবাঃ' ঐশ্বর্য্য 'ততঃ' তাহাতে 'কিং' কি 'কল্পং' বহুকাল 'স্থিতাঃ' স্থিত হইলে 'তনুভৃতাং' শরীরী দিগের 'তনবঃ' শরীর 'ততঃ' তাহাতে 'কিম্' কি। ৬৫ ॥

সকল কামনা সিদ্ধিকরী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে কি হইবেক, শত্রুবর্গের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি তাহাতেই বা কি হইবেক, বন্ধু বান্ধব দিগকে ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন করিয়াছি তাহাতে কি হইবেক, জীবগণের শরীর চিরস্থায়ী হইলেই বা

কি হইবেক। (অর্থাৎ ইহার কিছুতেই নিত্য সুখ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই)। ৬৫ ॥

ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তাঃ
বৈরাগ্যমস্তি কিমতঃ পরমর্থনীয়ম্। ৬৬ ॥

'ভক্তিঃ' ভক্তি 'ভবে' ঈশ্বরে 'মরণজন্মভয়ং' মৃত্যু ও জন্মের ভয় 'হৃদিস্থং' হৃদয়ে স্থিত 'স্নেহঃ' বাৎসল্য 'ন' না 'বন্ধুষু' বন্ধুবর্গে 'ন' না 'মন্মথজাঃ' কামজন্য 'বিকারাঃ' প্রকৃতির অন্যথাভাব 'সংসর্গদোষরহিতাঃ' আসঙ্গ দোষ রহিত 'বিজনাঃ' নির্জন 'বনান্তাঃ' বনভূমি 'বৈরাগ্যম্' বিষয়ে তুচ্ছজ্ঞান 'অস্তি' আছে 'কিম্' কি 'অতঃ' ইহার 'পরম্' পর 'অর্থনীয়ম্' প্রার্থনীয়।৬৬॥

ঈশ্বরে ভক্তি, মনের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর ভয়, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মমতা না থাকা, এবং কামজন্য বিকার না হওয়া, সংসর্গ দোষ রহিত নির্জন বনভূমি, আর বিষয়ে বৈরাগ্য, এই সমস্ত বর্ত্তমান থাকিলে আর কি বস্তু প্রার্থনীয় আছে? । ৬৬ ॥

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাশি
তৎ ব্রহ্ম চিন্তয় কিমেভিরসদ্বিকল্পৈঃ।
যস্যানুষঙ্গিণ ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতা ভবন্তি। ৬৭ ॥

'তস্মাৎ' অতএব 'অনন্তম্' অবিনাশি 'অজরং' জরাশূন্য 'পরমং' উৎকৃষ্ট 'বিকাশি' প্রকাশমান 'তৎ' সেই 'ব্রহ্ম' পরমেশ্বর 'চিন্তয়' চিন্তা কর 'কিম্' কি 'এভিঃ' এই সমস্ত 'অসদ্বিকল্পৈঃ' মিথ্যা কল্পনা দ্বারা 'যস্য' যাহার 'অনুষঙ্গিণঃ' সহচর 'ইমে' এই সকল 'ভুবনাধিপত্যভোগাদয়ঃ' ভুবনের আধিপত্য ও বিষয় ভোগাদি 'কৃপণলোকমতাঃ' ক্ষুদ্রলোকের অভীষ্ট 'ভবন্তি' হয়। ৬৭ ॥

অতএব জরা মরণ শূন্য প্রকাশমান সেই পরব্রহ্মের চিন্তা কর, এই সমস্ত মিথ্যা কল্পনাতে কি হইবেক, ক্ষুদ্র ব্যক্তি দিগের মনস্তুষ্টিজনক ভুবনাধিপত্য ও বিষয় ভোগাদি সমস্তই তাঁহার অধীন হইয়া রহিয়াছে। ৬৭ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্মণ্ডলং ভ্রমসি মানস চাপলেন।
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্ব্বৃতিমেষি কেন। ৬৮ ॥

'পাতালম্' পাতালে 'আবিশসি' প্রবেশ করিতেছ 'যাসি' যাই-তেছ 'নভঃ' আকাশ 'বিলঙ্ঘ্য' লঙ্ঘন করিয়া 'দিঙ্মণ্ডলং' চতুর্দ্দিকে 'ভ্রমসি' ভ্রমণ করিতেছ 'মানস' হে মন 'চাপলেন' চঞ্চল স্বভাব-বশতঃ 'ভ্রান্ত্যা' ভ্রম ক্রমে 'অপি' ও 'জাতু' কদাচিৎ 'বিমলং' নির্ম্মল 'কথম্' কেন 'আত্মনীনং' আত্মস্থিত 'ন' না 'ব্রহ্ম' পরমেশ্বরকে 'সংস্মরসি' স্মরণ করিতেছ 'নির্ব্বৃতিম্' শান্তি 'এষি' পাইবে 'কেন' কিসে। ৬৮ ॥

হে মন! তুমি চপল স্বভাব বশতঃ রসাতলে প্রবেশ করি-তেছ, নভোমণ্ডল লঙ্ঘন করিয়া গমন করিতেছ, এবং চতু-র্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছ, কিন্তু আপনার নিকটবর্ত্তী নির্ম্মল পরমাত্মাকে কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও কেন মনে করিতেছ না, তবে আর কিসে স্বচ্ছন্দ লাভ করিবে?। ৬৮ ॥

কিং বেদৈঃ স্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈর্ম্মহাবিস্তরৈঃ
স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্ম্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ।
মুক্ত্বৈকং ভবদুঃখভাররচনাবিধ্বংসকালানলং
স্বাত্মানন্দপদপ্রকাশকলনং শেষা বণিগ্বৃত্তয়ঃ। ৬৯ ॥

'কিং' কি 'বেদৈঃ' বেদ দ্বারা 'স্মৃতিভিঃ' ধর্ম্মসংহিতা দ্বারা 'পুরাণপঠনৈঃ' পুরাণ পাঠ দ্বারা 'শাস্ত্রৈঃ' শাস্ত্র দ্বারা 'মহাবি-

স্তরৈঃ' অতিবিস্তীর্ণ 'স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ' স্বর্গস্বরূপ ক্ষুদ্র-গ্রামে নিবাস রূপ ফলপ্রদ 'কর্ম্ম ক্রিয়াবিভ্রমৈঃ' পুণ্য কর্ম্ম ও পুণ্য ক্রিয়া বিলসিত দ্বারা 'মুক্ত্বা' ত্যাগ করিয়া 'একং' এক 'ভবদুঃখ-ভাররচনাবিধ্বংসকালানলং' সংসারদুঃখাতিশয় বিস্তারের বিধ্বংস বিষয়ে কালাগ্নিতুল্য 'স্বাত্মানন্দপদপ্রকাশকলনং' স্বীয় আনন্দ স্থানের প্রকাশক 'শেষাঃ' অবশিষ্ট সমুদায় 'বণিগ্‌বৃত্তয়ঃ' বণিকের ব্যবসায়। ৬৯॥

সংসার দুঃখ ভারের পরিহার কারণ আনন্দময় প্রকাশ-মান সেই এক পরমেশ্বর ব্যতিরেকে শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র সমূহ দ্বারা কি হইবেক, স্বর্গস্বরূপ ক্ষুদ্র গ্রামে বাসরূপ ফল জনক কর্ম্মকাণ্ড দ্বারাই বা কি হইবেক, এ সমস্ত বণিকের ব্যবসায় মাত্র। ৬৯॥

গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলী
দৃষ্টির্নশ্যতি বর্দ্ধতে বধিরতা বক্ত্রঞ্চ লালায়তে।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্য্যা ন শুশ্রূষতে
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোঽপ্যমিত্রায়তে।৭০॥

'গাত্রং' শরীর 'সঙ্কুচিতং' সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে 'গতিঃ' গমন-শক্তি 'বিগলিতা' নষ্ট হইয়াছে 'ভ্রষ্টা' পতিত হইয়াছে 'চ' এবং 'দন্তাবলী' দন্তপংক্তি 'দৃষ্টিঃ' দর্শনশক্তি 'নশ্যতি' নষ্ট হইতেছে 'বর্দ্ধতে' বাড়িতেছে 'বধিরতা' শ্রবণশক্তিহীনত্ব 'বক্ত্রং' মুখ 'চ' এবং 'লালায়তে' লালপূর্ণ হইতেছে 'বাক্যং' কথা 'ন' না 'আদ্রিয়তে' আদর করে 'চ' এবং 'বান্ধবজনঃ' বন্ধুবর্গ 'ভার্য্যা' পত্নী 'ন' না 'শুশ্রূষতে' শুশ্রূষা করে 'হা' খেদোক্তি 'কষ্টং' ক্লেশ 'পুরুষস্য' পুরুষের 'জীর্ণবয়সঃ' বৃদ্ধ 'পুত্রঃ' পুত্র 'অপি' ও 'অমিত্রায়তে' অনাত্মীয় তুল্য ব্যবহার করিতেছে। ৭০॥

গাত্র সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, গতিশক্তি রহিত হইয়াছে, দন্তপংক্তি পতিত হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতেছে, বধিরতা

বৃদ্ধি পাইতেছে, মুখও লালপূর্ণ হইতেছে; বন্ধুবর্গ আর বাক্যে আদর করে না, ভার্য্যাও শুশ্রূষা করেনা; হা! বৃদ্ধ ব্যক্তির কি ক্লেশ! পুত্রও অনাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে।৭০॥

বর্ণং সিতং পরিকলয্য শিরোরুহাণাং
স্থানং জরাপরিভবস্য তদেব পুংসাম্।
আরোপিতাস্থিশকলং পরিহৃত্য যান্তি
চণ্ডালকূপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ। ৭১ ॥

'বর্ণং' বর্ণ 'সিতং' শ্বেত 'পরিকলয্য' দেখিয়া 'শিরোরুহাণাং' কেশ সকলের 'স্থানং' স্থান 'জরাপরিভবস্য' জরা দ্বারা পরিভবের 'তৎ' সেই 'এব' ই 'পুংসাম্' পুরুষ দিগের 'আরোপিতাস্থিশ-কলং' নিক্ষিপ্ত অস্থিখণ্ড 'পরিহৃত্য' পরিত্যাগ করিয়া 'যান্তি' গমন করে 'চণ্ডালকূপম্' চণ্ডালের কূপ 'ইব' তুল্য 'দূরতরং' অতিদূরে 'তরুণ্যঃ' যুবতীরা। ৭১ ॥

তরুণীগণ বৃদ্ধ দিগের শুক্ল কেশ সমূহ দর্শন করিয়া, অস্থি-খণ্ডে পরিপূর্ণ চণ্ডালকূপ জ্ঞানে তাহাদিকে অতিদূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে, ইহা অপেক্ষা পুরুষদিগের বৃদ্ধাবস্থায় আর কি দুরবস্থা হইতে পারে। ৭১ ॥

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্
সন্দীপ্তে ভবনেতু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ।৭২॥

'যাবৎ' যে পর্য্যন্ত 'স্বস্থম্' সুস্থ 'ইদং' এই 'শরীরম্' দেহ 'অরুজং' রোগশূন্য 'যাবৎ' যে পর্য্যন্ত 'জরা' বার্দ্ধক্য 'দূরতঃ' দূরে 'যাবৎ' যে পর্য্যন্ত 'চ' এবং 'ইন্দ্রিয়শক্তিঃ' ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য 'অপ্রতিহতা' অব্যাহত 'যাবৎ' যে পর্য্যন্ত 'ক্ষয়ঃ' নাশ 'ন' না 'আয়ুষঃ'

জীবনের 'আত্মশ্রেয়সি' আপন মঙ্গলে 'তাবৎ' সে পর্য্যন্ত 'এব' নিশ্চয় 'বিদুষা' বিদ্বান্ ব্যক্তি 'কার্য্যঃ' করিবেন 'প্রযত্নঃ' যত্ন 'মহান্' অত্যন্ত 'সন্দীপ্তে' দীপ্ত হইলে 'ভবনে' গৃহ 'তু' কিন্তু 'কূপখননং' কূপখননের 'প্রতি' প্রতি 'উদ্যমঃ' উদ্যোগ 'কীদৃশঃ' কি প্রকার। ৭২॥

যাবৎ শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত না হয়, যাবৎ ইন্দ্রিয়শক্তি অব্যাহত থাকে, যাবৎ জীবনের ক্ষয় না হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তির তাবৎকাল মধ্যেই আপন মঙ্গল সাধনে সাতিশয় যত্নবান্ হওয়া বিধেয়; নতুবা অনলে গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কূপ খননের উদ্যোগ করা কি প্রকার (অর্থাৎ কোন কার্য্যকারক হয় না)। ৭২॥

তপস্যন্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং
গুণোদারান্ দারানুত পরিচরামঃ সবিষয়ান্।
পিবামঃ শাস্ত্রৌঘানুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্
ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে। ৭৩॥

'তপস্যন্তঃ' তপস্যা করত 'সন্তঃ' হইয়া 'কিম্' কি 'অধিনিবসামঃ' বাস করি 'সুরনদীং' গঙ্গাতে 'গুণোদারান্' গুণযুক্ত 'দারান্' ভার্য্যাগণ 'উত' কিম্বা 'পরিচরামঃ' সেবা করি 'সবিষয়ান্' বিষয় সহিত 'পিবামঃ' পান করি 'শাস্ত্রৌঘান্' শাস্ত্রসমূহ 'উত' কিম্বা 'বিবিধকাব্যামৃতরসান্' নানাবিধ কাব্য শাস্ত্রের অমৃত রস 'ন' না 'বিদ্মঃ' জানি 'কিং' কি 'কুর্ম্মঃ' করি 'কতিপয়নিমেষায়ুষি' কতক নিমেষমাত্র জীবন 'জনে' মনুষ্য। ৭৩॥

তপস্যায় রত হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করি, কি, ঔদার্য্যগুণবতী ভার্য্যার সহিত বিষয় ভোগ করি, অথবা শাস্ত্রালোচনা বা কাব্যামৃত রস পান করি, মনুষ্যের জীবনকাল কতিপয় নিমেষ মাত্র হওয়াতে, কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না। ৭৩॥

দুরারাধ্যঃ স্বামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভুজো
বয়ঞ্চ স্থূলেচ্ছাঃ সুমহতি পদে বদ্ধমনসঃ।
জরা দেহে মৃত্যু র্হরতি দয়িতং জীবিতমিদং
সখে নান্যৎ শ্রেয়ো জগতি বিদুষামত্র তপসঃ।৭৪॥

'দুরারাধ্যঃ' দুঃখে আরাধনীয় 'স্বামী' প্রভু 'তুরগচলচিত্তাঃ' ঘোটকের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত 'ক্ষিতিভুজঃ' রাজা সকল 'বয়ং' আমরা 'চ' এবং 'স্থূলেচ্ছাঃ' বিপুলাভিলাষী 'সুমহতি' অতিমহৎ 'পদে' স্থানে 'বদ্ধমনসঃ' আসক্তচিত্ত 'জরা' বৃদ্ধাবস্থা 'দেহে' শরীরে 'মৃত্যুঃ' যম 'হরতি' হরণ করিতেছে 'দয়িতং' প্রিয় 'জীবিতম্' জীবন 'ইদং' এই 'সখে' হে মিত্র 'ন' না 'অন্যৎ' পর 'শ্রেয়ঃ' মঙ্গল 'জগতি' জগতে 'বিদুষাং' বিদ্বান্‌দিগের 'অত্র' এই 'তপসঃ' তপস্যার। ৭৪॥

প্রভুর আরাধনা অতি কষ্টসাধ্য, রাজারা ঘোটকের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত, আমরাও উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী অল্প প্রার্থনা করিনা, শরীরে বার্দ্ধক্য, যম এই প্রিয় জীবন হরণ করিতেছে; অতএব হে সখে! এই জগতে বিদ্বান্ দিগের তপস্যার পর মঙ্গলকর বস্তু আর কিছুই নাই।৭৪॥

রম্যং হর্ম্ম্যতলং ন কিং বসতয়েশ্রাব্যং ন গেয়াদিকং
কিম্বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে।
কিন্তু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ।৭৫॥

'রম্যং' মনোরম 'হর্ম্ম্যতলং' ক্রীড়াভবন 'ন' না 'কিং' কি 'বসতয়ে' বাসার্থ 'শ্রাব্যং' শ্রবণযোগ্য 'ন' না 'গেয়াদিকং' গীত-বাদ্যাদি 'কিম্বা' অথবা 'প্রাণসমাসমাগমসুখং' প্রণয়িনী সম্ভোগ-সুখ 'ন' না 'এব' ই 'অধিকপ্রীতয়ে' প্রচুর প্রীতির নিমিত্ত 'কিন্তু' কিন্তু 'ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুরচ্ছায়াচঞ্চলম্' ভ্রমণকারী পতঙ্গের পক্ষ পবনে ব্যাকুলিত দীপকলিকার ছায়ার

ন্যায় চঞ্চল ‘ আকলয্য’ জানিয়া ‘ সকলং’ সমুদায় ‘ সন্তঃ’ সাধুরা ‘ বনান্তং’ বনভূমি ‘ গতাঃ’ গমন করিয়াছেন। ৭৫ ॥

রমণীয় ক্রীড়াভবন কি উত্তম বাসযোগ্য নহে, গীত বাদ্যাদি কি সুশ্রাব্য নহে, প্রণয়িনীসম্ভোগ সুখ কি অধিক প্রীতিকর নহে; কিন্তু এই সমুদয় বিষয়, ভ্রমণকারী পতঙ্গের পক্ষপবনে ব্যাকুলিত দীপকলিকার ন্যায় ক্ষণধ্বংসী জানিয়া সাধু জনেরা বন গমন করেন ।৭৫॥

আসংসারং ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাত তাদৃক্
নৈবাস্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতো বা।
যোঽয়ং ধত্তে বিষয়করিণীগাঢ়গূঢ়াভিমান-
ক্ষীবস্যান্তঃকরণকরিণঃ সংযমালানলীলাম্। ৭৬ ॥

‘ আসংসারং’ সংসার অবধি ‘ ত্রিভুবনম্’ ত্রিলোক ‘ ইদং’ এই ‘ চিন্বতাং’ অন্বেষণকারী ‘ তাত’ হে মান্য ‘ তাদৃক্’ তাদৃশ ‘ ন’ না ‘এব’ ই ‘ অস্মাকং’ আমাদের ‘ নয়নপদবীং’ নেত্র পথ ‘ শ্রোত্রমার্গং’ শ্রবণ পথ ‘ গতঃ’ প্রাপ্ত ‘ বা’ কিম্বা ‘ যঃ’ যে ‘ অয়ং’ এই ‘ ধত্তে’ ধারণ করিয়াছে ‘ বিষয়করিণীগাঢ়গূঢ়াভিমানক্ষীবস্য’ বিষয়রূপ হস্তিনীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা অভিমানে মত্ত ‘ অন্তঃকরণ-করিণঃ’ মন রূপ হস্তীর ‘ সংযমালানলীলাম্’ বন্ধন স্তম্ভ লীলা। ৭৬॥

আমরা সৃষ্টিকাল অবধি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলাম, তাদৃশ ব্যক্তি কখন নয়নপথে বা শ্রুতিপথে পতিত হইলেন না, যিনি বিষয়-করিণীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে উন্মত্ত চিত্তরূপ করীর বন্ধন স্তম্ভ লীলা ধারণ করিয়াছেন। ৭৬ ॥

জীর্ণাএব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতঞ্চ তৎ যৌবনং
হন্তাঙ্গেষু গুণাশ্চ বন্ধ্যফলতাং যাতা গুণজ্ঞৈর্বিনা।
কিং যুক্তং সহসাভ্যুপৈতি বলবান্ কালঃ কৃতান্তোঽক্ষমী
ন ধ্যাতং মদনান্তকাঙ্ঘ্রিযুগলং মুক্তেস্তু নান্যা গতিঃ।৭৭॥

'জীর্ণাঃ' ক্ষীণ হইয়াছে 'এব' ই 'মনোরথাঃ' অভিলাষ সকল 'চ' ও 'হৃদয়ে' মনে 'যাতং' গিয়াছে 'চ' এবং 'তৎ' সে 'যৌবনং' যৌবনাবস্থা 'হন্ত' খেদে 'অঙ্গেষু' অবয়ব সকলে 'গুণাঃ' গুণ সকল 'চ' এবং 'বন্ধ্যাফলতাং' নিষ্ফলতা 'যাতাঃ' প্রাপ্ত হইয়াছে 'গুণজ্ঞৈঃ' গুণগ্রাহী 'বিনা' ব্যতিরেকে 'কিং' কি 'যুক্তং' উচিত 'সহসা' শীঘ্র 'অভ্যুপৈতি' উপস্থিত হইতেছে 'বলবান্' বলশালী 'কালঃ' মৃত্যু 'কৃতান্তঃ' নাশকর্ত্তা 'অক্ষমী' ক্ষমারহিত 'ন' না 'ধ্যাতং' ধ্যান করিলাম 'মদনান্তকাঙ্ঘ্রিযুগলং' শিবের চরণদ্বয় 'মুক্তেঃ' মোক্ষের 'তু' কিন্তু 'ন' না 'অন্যা' অন্য 'গতিঃ' উপায়।৭৭॥

মনোরথ সকল বিরত হইয়াছে, যৌবনকাল গত হইয়াছে, গুণগ্রাহী ব্যতিরেকে গুণ সকল বিফল হইয়াছে, এক্ষণে কি করা উচিত, বলবান্ দুরন্ত মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, শিবের চরণদ্বয় চিন্তা করিলাম না, কিন্তু মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। ৭৭ ॥

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে। ৭৮ ॥

'মহেশ্বরে' মহাদেবে 'বা' কিম্বা 'জগতাম্' জগতের 'অধীশ্বরে' প্রভু 'জনার্দ্দনে' নারায়ণে 'বা' অথবা 'জগদন্তরাত্মনি' জগতের অন্তরাত্মা 'ন' না 'বস্তুভেদপ্রতিপত্তিঃ' বস্তুভেদ জ্ঞান 'অস্তি' আছে 'মে' আমার 'তথাপি' তবুও 'ভক্তিঃ' ভক্তি 'তরুণেন্দুশেখরে' চন্দ্রকলাভূষণ। ৭৮।

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বরে অথবা জগতের অন্তরাত্মা নারায়ণে আমার বাস্তবিক ভেদজ্ঞান নাই, তথাপি চন্দ্রখণ্ড ভূষণ শিবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি আছে।৭৮॥

স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে ক্বাপি পুলিনে
সুখাসীনাঃ শান্তধ্বনিষু রজনীষু দ্যুসরিতঃ।
ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ শিব শিব শিবেত্যুচ্চবচসঃ
কদা যাস্যামোঽন্তর্গতবহুলবাষ্পাকুলদৃশঃ। ৭৯ ॥

'স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে' প্রকাশমান বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্না দ্বারা শুক্লীভূত নিম্নভাগ 'ক্বাপি' কোন 'পুলিনে' চড়াতে 'সুখাসীনাঃ' সুখোপবিষ্ট 'শান্তধ্বনিষু' নিরস্ত শব্দ 'রজনীষু' রাত্রিকালে 'দ্যুসরিতঃ' গঙ্গার 'ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ' সংসারাভোগে উদ্বিগ্ন 'শিব শিব শিবেতি' শিব শিব শিব এই বলিয়া 'উচ্চবচসঃ' উচ্চৈঃস্বরে 'কদা' কবে 'যাস্যামঃ' হইব 'অন্তর্গতবহুলবাষ্পাকুলদৃশঃ' অন্তঃস্থিত বিস্তর বাষ্প দ্বারা আকুল লোচন। ৭৯ ॥

স্ফূর্ত্তিমান বিস্তীর্ণ কৌমুদী দ্বারা শুক্লীভূত সুরনদীপুলিনে নিঃশব্দ নিশীথে সুখাসীন হইয়া সংসারের বাহুল্য প্রযুক্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার শিব নাম করিতে করিতে কবে আমরা অন্তর্গত বাষ্প ভরে ব্যাকুল-দৃষ্টি হইব (অর্থাৎ শিবের প্রেমে মগ্ন হইব)। ৭৯ ॥

বিতীর্ণে সর্ব্বস্বে তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়াঃ
তরন্তঃ সংসারং বিরসপরিণামাবধিগতম্।
কদা পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণাঃ
ত্রিযামা নেষ্যামো হরচরণচিত্তৈকশরণাঃ। ৮০ ॥

'বিতীর্ণে' বিতরণ হইলে 'সর্ব্বস্বে' সমুদায় ধন 'তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়াঃ' নূতন করুণা রসে পূর্ণহৃদয় 'তরন্তঃ' উত্তীর্ণ হইয়া 'সংসারং' সংসার 'বিরসপরিণামাবধিগতং' নীরস পরিণামের প্রান্তগত 'কদা' কবে 'পুণ্যারণ্যে' পবিত্র বনে 'পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণাঃ' শরৎকালীন পূর্ণ চন্দ্রকিরণে পরিপূর্ণ 'ত্রিযামাঃ' রাত্রিসকল 'নেষ্যামঃ' যাপন করিব 'হরচরণচিত্তৈকশরণাঃ' শিবের চরণ চিন্তেতে আশ্রয় করিয়া। ৮০ ॥

কবে আমি সর্ব্বস্ব বিতরণ পূর্ব্বক করুণা পূর্ণ হৃদয়ে এই পরিণামনীরস সংসার উত্তীর্ণ হইয়া কেবল শিবের চরণারবিন্দে আশ্রয় লইয়া কোন পুণ্য অরণ্যে শারদীয় পূর্ণ শশিকিরণে পরিপূর্ণ যামিনী সকল যাপন করিব। ৮০ ॥

কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনে শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ।৮১॥

'কদা' কবে 'বারাণস্যাম্' বারাণসীতে 'অমরতটিনীরোধসি' গঙ্গাতীরে 'বসন্' বাস করত 'বসানঃ' পরিধান করিয়া 'কৌপীনে' কৌপীনদ্বয় 'শিরসি' মস্তকে 'নিদধানঃ' ধারণ করত 'অঞ্জলিপুটম্' করপুট 'অয়ে' হে 'গৌরীনাথ' পার্ব্বতীশ্বর 'ত্রিপুরহর' ত্রিপুরাসুর হন্তা 'শম্ভো' শিব 'ত্রিনয়ন' ত্রিনেত্র 'প্রসীদ' প্রসন্ন হও 'ইতি' ইহা 'ক্রোশন্' শব্দ করত 'নিমিষম্' নিমেষ মাত্র 'ইব' ন্যায় 'নেষ্যামি' যাপন করিব 'দিবসান্' দিন সকল। ৮১ ॥

কবে আমি কৌপীনধারী হইয়া বারাণসীর গঙ্গাতীরে বাস করত মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক হে গৌরীনাথ! হে ত্রিপুরারে! হে ত্রিনয়ন! হে শম্ভো! প্রসন্ন হও এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবস সকল নিমেষ তুল্য ক্ষেপণ করিব ।৮১॥

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃ পয়োভিঃ শুচিকুসুমফলৈরর্চ্চয়িত্বা বিভো ত্বাং
ধ্যেয়ে ধ্যানং নিবেশ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ।
আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে
দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুত্থম্।৮২॥

'স্নাত্বা' স্নান করিয়া 'গাঙ্গৈঃ' গঙ্গাসম্বন্ধীয় 'পয়োভিঃ' জলদ্বারা 'শুচিকুসুমফলৈঃ' পবিত্র পুষ্প ফল দ্বারা 'অর্চ্চয়িত্বা' পূজা করিয়া 'বিভো' হে প্রভো 'ত্বাং' তোমাকে 'ধ্যেয়ে' চিন্তনীয়

পদার্থে 'ধ্যানং' মন 'নিবেশ্য' নিবেশ করিয়া 'ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ' গিরিগহ্বরে প্রস্তরাসনে আসীন 'আত্মারামঃ' পরমাত্মাতে রমণকারী 'ফলাশী' ফলভক্ষক 'গুরুবচনরতঃ' গুরুর বচনকারী 'ত্বৎপ্রসাদাৎ' তোমার অনুগ্রহ হেতু 'স্মরারে' হে মদনদমন 'দুঃখং' ক্লেশ 'মোক্ষ্যে' ত্যাগ করিব 'কদা' কবে 'অহং' আমি 'স-মকরচরণে' কামনা বিশিষ্ট 'পুংসি' পুরুষে 'সেবাসমুত্থম্' সেবাজনিত। ৮২॥

হে বিভো! কবে আমি স্নানের পর গঙ্গাজল ও পবিত্র পুষ্প ফল দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া গিরিগহ্বরস্থ পাষাণ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক চিন্তনীয় পদার্থ স্বরূপ তোমাতে মন অর্পণ করিব, এবং হে কামশমন! তোমার অনুগ্রহে গুরুর আজ্ঞা পালনে তৎপর ও ফল আহারী হইয়া কেবল পরমাত্মাতেই রতি করত সংসারী পুরুষের সেবা জনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইব। ৮২॥

মহীশয্যাশয্যা বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
স্ফুরদ্দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব।৮৩॥

'মহীশয্যাশয্যা' পৃথিবীরূপ শয্যায় শয়ন 'বিপুলং' বৃহৎ 'উপধানং' বালিশ 'ভুজলতা' হস্তবল্লী 'বিতানং' চন্দ্রাতপ 'চ' এবং 'আকাশং' অন্তরীক্ষ 'ব্যজনম্' তালবৃন্ত 'অনুকূলঃ' অপ্রতিকূল 'অয়ম্' এই 'অনিলঃ' বায়ু 'স্ফুরদ্দীপঃ' প্রকাশমান দীপ 'চন্দ্রঃ' শশী 'বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ' বিশ্রান্তি রূপ কান্তা সঙ্গে হৃষ্ট 'সুখং' সুখে 'শান্তঃ' শান্তিগুণযুক্ত 'শেতে' শয়ন করেন 'মুনিঃ' তপস্বী 'অতনুভূতিঃ' অনল্প বিভব সম্পন্ন 'নৃপঃ' রাজা 'ইব' ন্যায়। ৮৩॥

পৃথিবীশয্যায় শয়ন, বৃহৎ বাহুলতা উপধান, আকাশ-

প্রদীপ ; এইরূপ বিভবযুক্ত শান্তচিত্ত মুনি বিরতি বনিতার সহিত মুদিত হইয়া সমৃদ্ধ সম্পত্তিশালী রাজার ন্যায় সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। ৮৩॥

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জ্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষ্যমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বান্তং প্রশান্তং সদা
স্থৈর্য্যং যোগমহোৎসবেঽপিচ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্।৮৪

'কৌপীনং' চীর বসন 'শতখণ্ডজর্জ্জরতরং' শত শত খণ্ড এবং সাতিশয় জীর্ণ 'কন্থা' কন্থা 'পুনঃ' এবং 'তাদৃশী' তদ্রূপ 'নৈশ্চিন্ত্যং' নিশ্চিন্ততা 'নিরপেক্ষভৈক্ষ্যম্' অপেক্ষা শূন্য ভিক্ষান্ন 'অশনং' ভোজন 'নিদ্রা' শয়ন 'শ্মশানে' প্রেতভূমিতে 'বনে' অরণ্যে 'স্বাতন্ত্র্যেণ' স্বাধীনতায় 'নিরঙ্কুশং' অবারিত 'বিহরণং' বিহার 'স্বান্তং' মন 'প্রশান্তং' শান্তিযুক্ত 'সদা' সর্ব্বদা 'স্থৈর্য্যং' স্থিরতা 'যোগমহোৎসবে' যোগরূপ মহা উৎসবে 'অপি' ও 'চ' এবং 'যদি' যদি 'ত্রৈলোক্যরাজ্যেন' ত্রিলোকের রাজত্বে 'কিং' কি প্রয়োজন। ৮৪॥

জীর্ণ শতখণ্ড চীর বসন, এবং তাদৃশ কন্থা, নিশ্চিন্ততা, অপেক্ষা শূন্য ভিক্ষান্ন ভক্ষণ, বনে বা শ্মশানে শয়ন, আত্মবশে অব্যাঘাতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ, সর্ব্বদা প্রশান্ত অন্তঃকরণ এবং যোগরূপ মহোৎসবে চিত্তের স্থিরতা, যদি এ সমস্ত বিদ্যমান থাকে তবে ত্রৈলোক্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন।৮৪॥

ভূঃ পর্য্যঙ্কো নিজভুজলতা কন্দুকং খং বিতানং
দীপ শ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ।
দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈর্বীজ্যমানঃ সমন্তাৎ
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভুবি ত্যক্তসর্ব্বস্পৃহোঽপি।৮৫॥

'ভূঃ' ভূমি 'পর্য্যঙ্কঃ' খট্টা 'নিজভুজলতা' আপন বাহুবল্লী 'কন্দুকং' বালিশ 'খং' আকাশ 'বিতানং' চন্দ্রাতপ 'দীপঃ' প্রদীপ 'চন্দ্রঃ' শশী 'বিরতিবনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ' বিশ্রান্তি-রূপ কান্তা সঙ্গে সন্তুষ্ট 'দিক্কান্তাভিঃ' দিক্‌রূপ কামিনীরা 'পবন-চমরৈঃ' বায়ুরূপ চামর দ্বারা 'বীজ্যমানঃ' ব্যজন করিতেছে 'সমন্তাৎ' চারিদিকে 'ভিক্ষুঃ' ভিক্ষাকারী 'শেতে' শয়ন করেন 'নৃপঃ' রাজা 'ইব' ন্যায় 'ভুবি' পৃথিবীতে 'ত্যক্তসর্ব্বস্পৃহঃ' সকল অভিলাষ ত্যাগ করিয়া 'অপি' ও। ৮৫ ॥

এই ভূমণ্ডলে ভিক্ষু ব্যক্তি সমুদায় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়াও রাজার ন্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, পৃথিবীই তাঁহার পর্য্যঙ্ক, নিজ বাহুলতা উপাধান, গগণমণ্ডল চন্দ্রাতপ, এবং চন্দ্রই প্রদীপ ; বিশ্রান্তিরূপ কান্তার সঙ্গে তিনি প্রমোদ লাভ করেন, এবং দিক্‌ স্বরূপ কামিনীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমী-রণ স্বরূপ চামর ব্যজন করিতে থাকে। ৮৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডো মণ্ডলীমাত্রং কো লোভোঽয়ং মনস্বিনঃ।
শফরীস্ফুরিতেনাব্ধেঃ ক্ষুব্ধতা জাতু জায়তে।৮৬॥

'ব্রহ্মাণ্ডঃ' জগৎ 'মণ্ডলীমাত্রং' মণ্ডলাকার মাত্র 'কঃ' কি 'লোভঃ' লিপ্সা 'অয়ং' এই 'মনস্বিনঃ' পণ্ডিতের 'শফরীস্ফুরিতেন' পুটি মাছের লম্ফ ঝম্প দ্বারা 'অব্ধেঃ' সমুদ্রের 'ক্ষুব্ধতা' চঞ্চলতা 'জাতু' কদাচিৎ 'জায়তে' জন্মায়। ৮৬ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল মণ্ডলাকার মাত্র, ইহাতে পণ্ডিতের কেন লোভ হইবে ; শফরীর স্ফুরিত দ্বারা গভীর সমুদ্রের কি কখন চঞ্চলতা জন্মিতে পারে ? । ৮৬॥

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং

'যদা' যখন 'আসীৎ' ছিল 'অজ্ঞানং' মোহ 'স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং' কামরূপ অন্ধকার সম্পর্কে জাত 'তদা' তখন 'দৃষ্টং' দেখিতাম 'নারীময়ম্' স্ত্রীময় 'ইদম্' এই 'অশেষং' সমস্ত 'জগৎ' ব্রহ্মাণ্ড 'অপি' ই 'ইদানীম্' এক্ষণে 'অস্মাকং' আমাদিগের 'পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং' সুনিপুণ বিবেকরূপ কজ্জলধারী 'সমীভূতা' সমান হইয়াছে 'দৃষ্টিঃ' দর্শন 'ত্রিভুবনম্' ত্রিলোক 'অপি' ও 'ব্রহ্ম' ঈশ্বর 'মনুতে' দেখিতেছি। ৮৭॥

যখন আমাদিগের কমান্ধকার-জনিত অজ্ঞান ছিল তখন এই সমস্ত জগতই নারীময় দর্শন করিতাম, এক্ষণে আমরা বিবেকরূপ কজ্জল ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়াছি, ত্রিভুবনই আমাদিগের ব্রহ্মময় বোধ হইতেছে। ৮৭॥

রম্যা শ্চন্দ্রমরীচয় স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসভাসমাগমসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দু তরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
. সর্ব্বং রম্যমনিত্যতামধিগতং চিত্তে ন কিঞ্চিৎপুনঃ।৮৮॥

'রম্যাঃ' রমণীয় 'চন্দ্রমরীচয়ঃ' শশি কিরণ 'তৃণবতী' তৃণযুক্ত 'রম্যা' রমণীয় 'বনান্তস্থলী' বনপ্রান্তভূমি 'রম্যং' রমণীয় 'সাধুসভাসমাগমসুখং' সজ্জন সভায় সমাগম সুখ 'কাব্যেষু' কাব্যশাস্ত্রে 'রম্যাঃ' রমণীয় 'কথাঃ' বাক্য 'কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দু' কোপ জনিত ঘর্ম্মবিন্দু 'তরলং' চঞ্চল 'রম্যং' রমণীয় 'প্রিয়ায়াঃ' প্রিয়তমার 'মুখং' বদন 'সর্ব্বং' সকল 'রম্যম্' রমণীয় 'অনিত্যতাম্' অস্থায়িত্ব 'অধিগতং' প্রাপ্ত 'চিত্তে' মনে 'ন' না 'কিঞ্চিৎ' কিছুই 'পুনঃ' কিন্তু। ৮৮॥

কৌমুদী রমণীয়, তৃণশালিনী বনান্তভূমি রমণীয়, সজ্জনসভায় সমাগমসুখ রমণীয়, কাব্য শাস্ত্রের কথা সকল রমণীয়, প্রণয়কোপ জনিত বাষ্পবিন্দু ভূষিত চঞ্চল প্রিয়তমার বদন

রমণীয়; কিন্তু এ সমস্ত রমণীয় বস্তুই অচিরস্থায়ী হওয়াতে মনে কিছুই রমণীয় বোধ হয় না।৮৮॥

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা
হানাদানবিভিন্নবর্ণরহিতঃ কশ্চিৎতপস্বী স্থিতঃ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনৈরাস্যূতকন্থাধরো
নির্ম্মানো নিরহঙ্কৃতিঃ শমসুধাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ।৮৯॥

'ভিক্ষাশী' ভিক্ষান্নভোজী 'জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ' লোকমধ্যে সঙ্গশূন্য 'স্বায়ত্তচেষ্টঃ' স্বাধীন কর্ম্ম 'সদা' সর্ব্বদা 'হানাদানবিভিন্নবর্ণরহিতঃ' ত্যাগ ও গ্রহণ বিষয়ে পৃথক্ বর্ণ বিহীন 'কশ্চিৎ' কোন 'তপস্বী' যোগী 'স্থিতঃ' আছেন 'রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনৈঃ' পথে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন পুরাতন বস্ত্রদ্বারা 'আস্যূতকন্থাধরঃ' প্রস্তুতকন্থা ধারী 'নির্ম্মানঃ' মানহীন 'নিরহঙ্কৃতিঃ' অহঙ্কারহীন 'শমসুধাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ' শান্তিরূপ অমৃত ভোগেই স্পৃহা যুক্ত। ৮৯॥

ভিক্ষান্নভোজী, সর্ব্ব-জন-সমাজের সঙ্গ শূন্য, সদা স্বাধীন, দান আদান বিষয়ে বর্ণভেদ জ্ঞান হীন, পথপ্রান্ত-পতিত ছিন্ন জীর্ণ বসন দ্বারা প্রস্তুত কন্থা ধারী, মান ও অহঙ্কার হীন, কেবল শান্তি রূপ অমৃত ভোগেই স্পৃহাবান্ কোন পুরুষ তপস্যায় রত আছেন।৮৯॥

মাত র্মেদিনি তাত মারুত সখে জ্যোতিঃ স্ববন্ধো জল
ভ্রাত র্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি।৯০॥

'মাতঃ' হে জননি 'মেদিনি' পৃথিবি 'তাত' হে পিতঃ 'মারুত' পবন 'সখে' হে বন্ধো 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'স্ববন্ধো' নিজ সখা 'জল' বারি 'ভ্রাতঃ' হে ভাই 'ব্যোম' আকাশ 'নিবদ্ধঃ' করিলাম 'এষঃ' এই 'ভবতাম' তোমাদের নিকট 'অন্ত্যঃ' শেষ 'প্রণামাঞ্জলিঃ'

প্রণামার্থ অঞ্জলি 'যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল-জ্বালাপাস্তসমস্তমোহমহিমা' তোমাদের সঙ্গাধীন জনিত পুণ্য পুঞ্জ হেতুক স্ফূর্ত্তিমান্ নির্ম্মল তেজঃ দ্বারা দূরীকৃত সমস্ত মোহ মাহাত্ম্য 'লীয়ে' লীন হই 'পরে' পরম 'ব্রহ্মণি' ব্রহ্মেতে। ৯০ ॥

হে জননি বসুন্ধরে! হে তাত মারুত! হে সখে তেজঃ! হে বন্ধো জল! হে ভ্রাতঃ আকাশ! কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমাদিগকে এই চরম প্রণাম করিলাম, তোমাদিগের সংসর্গ সমুদ্ভূত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা আমার নির্ম্মল জ্ঞান জ্যোতিঃ স্ফূর্ত্তি পাইয়া সমস্ত মোহান্ধকার দূরীভূত করিয়াছে, অতএব পরম ব্রহ্মে লীন হই। ৯০ ॥

স্বাদিষ্ঠং মধুনো ঘৃতাচ্চ রসবৎ যৎ প্রস্রবত্যক্ষরং
দৈবী বাগমৃতাত্মনো রসবত স্তেনৈব তৃপ্তা বয়ম্।
কুক্ষৌ যাবদিমে ভবন্তি ধৃতয়ে ভিক্ষাহৃতাঃ শক্তবঃ
তাবদ্দাস্যকৃতার্জ্জনৈ র্নহি ধনৈ র্বৃত্তিং সমীহামহে। ৯১ ॥

'স্বাদিষ্ঠং' সুস্বাদ 'মধুনঃ' মধু অপেক্ষা 'ঘৃতাৎ' ঘৃত অপেক্ষা 'চ' এবং 'রসবৎ' রসযুক্ত 'যৎ' যে 'প্রস্রবতি' ক্ষরিত হয় 'অক্ষরং' অবিনশ্বর 'দৈবী' দেবসম্বন্ধীয় 'বাক্' বাণী 'অমৃতাত্মনঃ' অমৃতরূপ হইতে 'রসবতঃ' রস যুক্ত 'তেন' তদ্দ্বারা 'এব' ই 'তৃপ্তাঃ' তৃপ্ত হই 'বয়ম্' আমরা 'কুক্ষৌ' উদরে 'যাবৎ' যে পর্য্যন্ত 'ইমে' এই সকল 'ভবন্তি' হয় 'ধৃতয়ে' ধৃতিনিমিত্ত 'ভিক্ষাহৃতাঃ' ভিক্ষাদ্বারা উপার্জ্জিত 'শক্তবঃ' শক্তুসকল 'তাবৎ' সেপর্য্যন্ত 'দাস্যকৃতার্জ্জনৈঃ' দাসত্বদ্বারা উপার্জ্জিত 'নহি' না 'ধনৈঃ' ধনদ্বারা 'বৃত্তিং' জীবিকা 'সমীহামহে' চেষ্টা করি। ৯১॥

রসযুক্ত অমৃতময় পরমাত্মা হইতে মধু ও ঘৃত অপেক্ষা সুস্বাদ ও সরস যে অবিনশ্বর দৈব বাক্য নির্গত হয় আমরা তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহিয়াছি; অতএব প্রাণধারণোপযোগী এই ভিক্ষোপার্জ্জিত শক্তু সকল যে পর্য্যন্ত উদরে থাকিয়া

ধৈর্য্য বিধান করে তাবৎ আর দাসত্ব পূর্ব্বক উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষী নহি। ৯১॥

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং বায়ুঃকৃতো বেধসা
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজঃ পুষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং
যামন্বেষয়তাং প্রয়ান্তি সহসা সর্ব্বে সমাপ্তিং গুণাঃ। ৯২॥

'হিংসাশূন্যম্' হিংসা রহিত 'অযত্নলভ্যম্' অনায়াসলভ্য 'অশনং' ভোজন 'বায়ুঃ' পবন 'কৃতঃ' করিয়াছেন 'বেধসা' বিধাতা 'ব্যালানাং' সর্পদিগের 'পশবঃ' পশু সকল 'তৃণাঙ্কুরভুজঃ' তৃণের অঙ্কুর ভোজী 'পুষ্টাঃ' স্থূল 'স্থলীশায়িনঃ' অকৃত্রিমভূমিশায়ী 'সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং' সংসার সমুদ্র উত্তরণে সমর্থবুদ্ধি 'বৃত্তিঃ' জীবিকা 'কৃতা' করিয়াছেন 'সা' সেই 'নৃণাং' মনুষ্যদিগের 'যাম্' যাহা 'অন্বেষয়তাং' অন্বেষণ করত 'প্রযান্তি' প্রাপ্ত হয় 'সহসা' হঠাৎ 'সর্ব্বে' সকল 'সমাপ্তিং' শেষ 'গুণাঃ' গুণ সকল। ৯২॥

বিধাতা হিংসাশূন্য অনায়াস-লভ্য পবনকে সর্পদিগের ভক্ষ্য বস্তু করিয়াছেন, এবং নব তৃণাঙ্কুর পশুগণের ভক্ষ্যবস্তু নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারা ভূমিতে শয়ন করে এবং হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ। কিন্তু সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ বুদ্ধি শালী মনুষ্য দিগের যে জীবিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন কেবল তাহারই অন্বেষণ করিতে করিতে ইহাদিগের সমস্ত গুণই পর্য্যবসিত হইতেছে। ৯২॥

কৃশঃ কাণঃ খঞ্জঃ শ্রবণরহিতঃ পুচ্ছবিকলো
ব্রণী পূয়ক্লিন্নঃ ক্রিমিকুলশতৈরাবৃততনুঃ।
ক্ষুধাক্ষামো জীর্ণঃ পিঠরককপালার্দ্দিতগলঃ
শুনীমন্বেতি শ্বা হতমপি নিহন্ত্যেব মদনঃ। ৯৩॥

'কৃশঃ' ক্ষীণ 'কাণঃ' কাণা 'খঞ্জঃ' 'খোঁড়া 'শ্রবণরহিতঃ' বধির 'পুচ্ছবিকলঃ' লাঙ্গুল রহিত 'ব্রণী' ক্ষতযুক্ত 'পূয়ক্লিন্নঃ' পূয়-দ্বারা ক্লেদযুক্ত 'ক্রিমিকুলশতৈঃ' শত শত ক্রিমিগণে 'আবৃততনুঃ' ব্যাপ্তশরীর 'ক্ষুধাক্ষামঃ' ক্ষুধার্ত্ত 'জীর্ণঃ' বৃদ্ধ 'পিঠরককপালার্দ্দিতগলঃ, ভগ্ন কলসীর গলভাগ দ্বারা পীড়িত গল 'শুনীম্' কুক্কুরীর 'অন্বেতি' অনুগমন করে 'শ্বা' কুক্কুর 'হতং' নষ্টকে 'অপি' ও 'নিহন্তি' নষ্ট করে 'এব' ই 'মদনঃ' কন্দর্প। ৯৩॥

ক্ষীণকায়, দৃষ্টিহীন, খঞ্জ, শ্রবণহীন, বিকলপুচ্ছ, ক্ষতশরীর, পূযক্লেদযুক্ত, শত শত ক্রমিব্যাপ্ত, ক্ষুধার্ত্ত, জীর্ণ, গলদেশে ভগ্ন কলসীর গলভাগ লগ্ন হওয়াতে সাতিশয় পীড়িত, এতাদৃশ কুক্কুরটাও শুনীর অনুগমন করিতে থাকে, কি আশ্চর্য্য! মৃতকল্প ব্যক্তিকেও কন্দর্প আক্রমণ করিয়া থাকেন। ৯৩॥

মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ সর্ব্বোঽপ্যয়ং নন্বণুঃ
স্বীয়ীকৃত্য তমেব সংযুগশতৈ রাজ্ঞাংগণা ভুঞ্জতে।
দহ্যন্তে দদতোঽথবা কিমপরে ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং
ধিগ্ধিক্ তান্ পুরুষাধমান্ ধনলবং তেভ্যোঽপি বাঞ্ছন্তি যে। ৯৪॥

'মৃৎপিণ্ডঃ' মৃত্তিকার পিণ্ড 'জলরেখয়া' জলের রেখা দ্বারা 'বলয়িতঃ' বেষ্টিত 'সর্ব্বঃ' সকল 'অপি' ই 'অয়ং' এই 'ননু' ভো 'অণুঃ' ক্ষুদ্র 'স্বীয়ীকৃত্য' আত্মসাৎ করিয়া 'তম্' তাহা 'এব' ই 'সংযুগশতৈঃ' শত শত যুদ্ধ দ্বারা 'রাজ্ঞাং' রাজাদিগের 'গণাঃ' সমূহ 'ভুঞ্জতে' ভোগ করে 'দহ্যন্তে' দগ্ধ হয় 'দদতঃ' দাতারা 'অথবা' কিম্বা 'কিং' কি 'অপরে' অন্য অন্য 'ক্ষুদ্রাঃ' নীচ 'দরিদ্রাঃ' নির্ধনেরা 'ভৃশং' অত্যন্ত 'ধিক্ ধিক্' পুনঃ পুনঃ নিন্দা 'তান্' সেই 'পুরুষাধমান্' অধম পুরুষ দিগকে 'ধনলবং' ধনের কণা 'তেভ্যঃ' তাহাদের নিকট হইতে 'অপি' ও 'বাঞ্ছন্তি' বাঞ্ছা করে 'যে' যাহারা। ৯৪॥

এই সমস্ত ভূমণ্ডল জলরেখায় বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র মৃৎ-পিণ্ড মাত্র, ভূপতিরা শত শত যুদ্ধ দ্বারা উহা আত্মসাৎ করিয়া

ভোগ করিয়া আসিতেছে, ইহা দান করিতে হইলে তাহাদেরও কষ্ট বোধ হয়। কিছু দান করিতে হইলে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে তাহার আর সন্দেহ নাই; সেই ক্ষুদ্রদিগের নিকটে যে নরাধমেরা ধন কণার প্রত্যাশা করে তাহাদিগকে শত শত ধিক্। ৯৪॥

দদত দদত গালী র্গালিমন্তো ভবন্তো
বয়মপি তদভাবাৎ গালিদানেঽসমর্থাঃ।
জগতি বিদিতমেতৎ দীয়তে বিদ্যমানং
নহি শশকবিষাণং কোঽপি কস্মৈ দদাতি। ৯৫॥

'দদত' দাও 'দদত' দাও 'গালীঃ' গালি 'গালিমন্তঃ' গালিবিশিষ্ট 'ভবন্তঃ' তোমরা 'বয়ম্' আমরা 'অপি' ও 'তদভাবাৎ' তাহা না থাকাতে 'গালিদানে' গালিদান বিষয়ে 'অসমর্থাঃ' অক্ষম 'জগতি' ভুবনে 'বিদিতম্' খ্যাত 'এতৎ' ইহা 'দীয়তে' দেয় 'বিদ্যমানং' বর্ত্তমান 'নহি' না 'শশকবিষাণং' শশকের শৃঙ্গ 'কোঽপি' কেহ 'কস্মৈ' কাহাকে 'দদাতি' দেয়। ৯৫॥

তোমরা গালি দাও, তোমাদের গালি আছে, কিন্তু আমাদের গালি নাই বলিয়া আমরা তাহা দিতে অক্ষম; যেহেতু ইহা ভুবনে বিখ্যাত আছে যে, বিদ্যমান বস্তুই দান করিয়া থাকে, না থাকিলে কেহ কাহাকে দিতে পারেনা। ৯৫॥

স্বধর্ম্মপীড়ামবিচিন্ত্য যোঽয়ম্ মৎপাপশুদ্ধ্যর্থ মিহপ্রবৃত্তঃ।
নচেৎক্ষমামপ্যহমত্রকুর্য্যাম্মত্তঃকৃতঘ্নোবদকীদৃশোঽন্যঃ। ৯৬

'স্বধর্ম্মপীড়াম্' স্বীয় ধর্ম্মের বাধা 'অবিচিন্ত্য' চিন্তা না করিয়া 'যঃ' যিনি 'অয়ম্' এই 'মৎপাপশুদ্ধ্যর্থং আমার পাপশুদ্ধির নিমিত্ত 'ইহ' এখানে 'প্রবৃত্তঃ' প্রবৃত্ত হন 'ন' না 'চেৎ' যদি 'ক্ষমাং' ক্ষমা 'অপি' ও 'অহং' আমি 'অত্র' এবিষয়ে 'কুর্য্যাং' করি 'মত্তঃ' আমাহইতে 'কৃতঘ্নঃ' বিশ্বাসঘাতক 'বদ' বল 'কীদৃশঃ'

আপনার ধর্ম্মহানি বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি আমার পাপশুদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হয়েন (অর্থাৎ আমাকে গালি তিরস্কার দেন) আমি ক্ষমা না করিয়া যদি তাঁহার প্রতি কুপিত হই তবে আমাব্যতীত কৃতঘ্ন আর কিপ্রকার হইতে পারে? ৯৬

পুরা বিদ্বত্তাসীদমলিনধিয়াং ক্লেশহতয়ে
গতা কালেনাসৌ বিষয়সুখসিদ্ধৌ বিষয়িণাম্।
ইদানীং সম্প্রেক্ষ্য ক্ষিতিলবভুজঃ শাস্ত্রবিমুখান্
অহো কষ্টং সাপি প্রতিদিনমধোঽধঃ প্রবিশতি। ৯৭॥

'পুরা' পূর্ব্বে 'বিদ্বত্তা' বিদ্যাবত্তা 'আসীৎ' ছিল 'অমলিনধিয়াং' নির্ম্মলবুদ্ধিদিগের 'ক্লেশহতয়ে' ক্লেশনাশের নিমিত্ত 'গতা' গিয়াছে 'কালেন' কালক্রমে 'অসৌ' উহা 'বিষয়সুখসিদ্ধৌ' বিষয়-সুখের সিদ্ধিনিমিত্ত 'বিষয়িণাম্' বিষয়িদিগের 'ইদানীং' এক্ষণে 'সম্প্রেক্ষ্য' দেখিয়া 'ক্ষিতিলবভুজঃ' পৃথিবীকণার ভোক্তাদিগকে 'শাস্ত্রবিমুখান্' শাস্ত্রবিষয়ে বিমুখ 'অহো' খেদে 'কষ্টং' দুঃখ 'সা' সে 'অপি' ও 'প্রতিদিনম্' প্রত্যহ 'অধোঽধঃ' অধঃ অধঃ 'প্রবিশতি' প্রবেশ করিতেছে। ৯৭॥

পূর্ব্বকালে বিদ্যা বিদ্বান্ দিগের দুঃখ দূরীকরণ নিমিত্ত হইত, কাল সহকারে তাহা বিষয়ি দিগের বিষয় সুখ সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র রাজা দিগকে শাস্ত্রবিমুখ দেখিয়া দিন দিন অধঃ পতিত হইতেছে। ৯৭॥

স জাতঃ কোঽপ্যাসীৎ মদনরিপুণা মূর্দ্ধ্নি ধবলং
কপালং যস্যোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে।
নৃভিঃ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা
নমদ্ভিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ। ৯৮॥

'সঃ' সেই 'জাতঃ' জাত 'কোঽপি' কোন 'আসীৎ' হইয়াছেন 'মদনরিপুণা' মহাদেব 'মূর্দ্ধ্নি' মস্তকে 'ধবলং' শ্বেতবর্ণ 'কপালং'

মস্তকের খুলি ‘ যস্য’ যাহার ‘ উচ্চৈঃ’ উচ্চ ‘ বিনিহিতম্’ অর্পণ করিয়াছেন ‘ অলঙ্কারবিধয়ে’ ভূষণ বিধানার্থ ‘ নৃভিঃ’ মনুষ্যদ্বারা ‘ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ’ প্রাণরক্ষার্থ নতমানস ‘ কৈশ্চিৎ’ কতগুলি ‘ অধুনা’ এক্ষণে ‘নমদ্ভিঃ’ প্রণামকারী ‘ কঃ’ কি ‘পুংসাম্’ পুরুষদিগের ‘ অয়ম্’ এই ‘ অতুলদর্পজ্বরভরঃ’ অত্যন্ত অহঙ্কার জ্বরের ভার। ৯৮॥

মহাদেব যাহার মস্তকের ধবলবর্ণ কপাল ভূষণ বিধানার্থ শিরে ধারণ করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নতুবা কতকগুলি লোক প্রাণ রক্ষার্থ বিনীতভাবে প্রণাম করিতেছে বলিয়া, এক্ষণে পুরুষদিগের এ কি প্রবল অহঙ্কার জ্বরের প্রাদুর্ভাব। ৯৮ ॥

যদা কিঞ্চিজ্জ্ঞোঽহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমভবং
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গুরুজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বরইব মদো মে ব্যপগতঃ। ৯৯॥

‘যদা’ যখন ‘ কিঞ্চিজ্জ্ঞঃ’ কিঞ্চিৎজ্ঞানবান্ ‘ অহং’ আমি ‘ দ্বিপঃ’ হস্তী ‘ ইব’ ন্যায় ‘ মদান্ধঃ’ মত্ততায় অন্ধ ‘ সমভবং’ হইয়াছিলাম ‘ তদা’ তখন ‘ সর্ব্বজ্ঞঃ’ সকলজ্ঞানবান্ ‘ অস্মি’ হইয়াছি ‘ ইতি’ এইরূপ ‘ অভবৎ’ হইয়াছিল ‘ অবলিপ্তং’ অহঙ্কৃত ‘ মম’ আমার ‘ মনঃ’ মন ‘ যদা’ যখন ‘ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ’ কিছু কিছু ‘গুরুজনসকাশাৎ’ গুরুজনের নিকটে ‘ অধিগতং’ জানিলাম ‘ তদা’ তখন ‘ মুর্খঃ’ মূঢ় ‘ অস্মি’ আমি ‘ ইতি’ এইহেতু ‘ জ্বরঃ’ জ্বর ‘ ইব’ ন্যায় ‘ মদঃ’ অহঙ্কার ‘ মে’ আমার ‘ ব্যপগতঃ’ নষ্ট হইল। ৯৯ ॥

যখন অল্প জ্ঞানবান্ হইয়াই হস্তীর ন্যায় মদান্ধ হইয়াছিলাম তখন আমি সর্ব্বজ্ঞ এই বলিয়া আমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন গুরুজনের নিকট যৎকিঞ্চিৎ

অবগত হইলাম তখন আপনাকে মূর্খ বোধ করিলাম সুতরাং জ্বরের ন্যায় আমার অহঙ্কার দূরীভূত হইল। ৯৯॥

মানে হশ্লাঘিনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যর্থে প্রয়াতেঽর্থিনি
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈ র্যৌবনে।
যুক্তং কেবলমেতদেব সুধিয়াং যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ-
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরদরীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্বচিৎ। ১০০॥

'মানে' মান্যতা 'অশ্লাঘিনি' অপ্রতিষ্ঠিত হইলে 'খণ্ডিতে' নষ্ট-হইলে 'চ' এবং 'বসুনি' ধন 'ব্যর্থে' নিষ্ফল 'প্রয়াতে' প্রস্থান করিলে 'অর্থিনি' যাচক ব্যক্তি 'ক্ষীণে' ক্ষয় হইলে 'বন্ধুজনে' বন্ধু বর্গ 'গতে' গত হইলে 'পরিজনে' পরিবার 'নষ্টে' গত হইলে 'শনৈঃ' ক্রমে ক্রমে 'যৌবনে' তরুণাবস্থা 'যুক্তং' উচিত 'কেবলম্' কেবল 'এতৎ' ইহা 'এব' ই 'সুধিয়াং' পণ্ডিতদিগের 'যৎ' যে 'জহ্নুকন্যাপয়ঃপূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরদরীকুঞ্জে' জহ্নবীর জলদ্বারা পবিত্রপাষাণ হিমালয় গুহা এবং গহ্বরের কুঞ্জে 'নিবাসঃ' বাসকরা 'ক্বচিৎ' কোন। ১০০॥

যখন মান্যতার হানি হয়, যখন ধন-শূন্য হইতে হয়, যখন যাচকগণ অভিলাষ সিদ্ধি না হওয়াতে বিমুখ হইয়া প্রস্থান করে, যখন বন্ধু জন ক্ষয় হয়, যখন পরিবারবর্গ নষ্ট হয়, যখন ক্রমশঃ যৌবনাবস্থা অতীত হয়, তখন গঙ্গাজল দ্বারা পবিত্রিত পাষাণ পূর্ণ হিমালয় গুহা ও গহ্বরস্থিত কোন নিকুঞ্জে অবস্থিতি করা ধীরদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ১০০॥

সমাপ্ত।
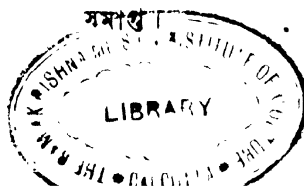
## শুদ্ধিপত্র।

| অশুদ্ধ। | শুদ্ধ। | পৃষ্ঠ। | পংক্তি। |
|---|---|---|---|
| সাহঙ্কৃত | অহঙ্কৃত | ২ | ৭ |
| জন্মিতেছে | জন্মাইতেছে | ২ | ১৬ |
| উন্মলিত | উন্মূলিত | ৭ | ২৬ |
| কৌতুজষাং | কৌতুকজুষাং | ৯ | ২৬ |
| স্ফুটোজ্জলচন্দ্রিকা | স্ফুটোজ্জ্বলচন্দ্রিকা | ১৩ | ২০ |
| যে সফল | যে সকল | ১৮ | ৩ |
| যৌবনলালসা | যৌবনলালসাঃ | ২২ | ১১ |
| মহীপৃষ্টে | মহীপৃষ্ঠে | ৩৭ | ১৭ |